Nutrition at the Center Project news in Local and National Newspaper

---

Sall Family Foundation

Nutrition at the Center

CARE Bangladesh

Content list

Preface

The Nutrition at the Center (N@C) Project has been implemented since 2014 in Sunamganj district that is northeast part of Bangladesh to improve the nutrition status of the pregnant/lactating women and children <2 years of age through increasing homestead production and consumption, access to nutrition services and enhance women's status at family and community level. One of the key strategy to achieve this goal is to engage local media as a vibrant actor, the aim of media engagement are raises the nutrition as a development agenda, publish articles on WASH, Food security, Health system strengthening and project outcomes, etc. As a result of providing orientation and exchange data between N@C and media journalist on Health and Nutrition most of the local print media responses has been tremendous. Media published event news, article, editorials and investigative news on health and nutrition issues. Here we shows few attachments for external audiences. This is an advocacy initiative of N@C Bangladesh team.

Event news:

দৈনিক
সবুজ সিলেট
www.sabujsylhet.com সম্ভাবনার হাতছানি

সুনামগঞ্জে অপুষ্টি ও গর্ভবর্তী মায়েদের নিয়ে এক অবহিত সভা অনুষ্ঠিত

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
সুনামগঞ্জের দিরাই ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় অপুষ্টিতে আক্রান্ত শুন্য থেকে ৩ বছর বয়সী শিশু ও গর্ভবর্তী মায়েদের বিভিন্ন রোগ বালাই থেকে মুক্ত এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে আরো বেশী যত্নবান বিষয়ে এক অবহিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১টায় সিভিল সার্জন সুনামগঞ্জের আয়োজনে ও এনজিও সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশের সহযোগিতায় শহরের স্বাস্থ্য প্রশিক্ষন ভবনে এ অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সরকারী,বেসরকারী ও বিভিন্ন এনজিও সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেয়। ডেপুটি সিভিল ■ এরপর পৃষ্ঠা ৯

সুনামগঞ্জে অপুষ্টি ও
সার্জন ডাঃ অজিত চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ও সিভিল সার্জন অফিসের টেকনিশিয়ান মোঃ ফজলুল করিমের উপস্থাপনায় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মেজর সয়ফুল কবীর চৌধুরী। সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ আবুল হাসেম,সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক মোঃ তুরন মিয়া,জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ গিয়াস উদ্দিন,কেয়ার বাংলাদেশের ম্যানেজার ডাঃ মোঃ জাহিদ হাসান,সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আব্দুল হেকিম,সিভিল সার্জন অফিসের ডাঃ ওমর ফারুক,উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আব্দুল মোত্তালেব,সাংবাদিক লতিফুর রহমান রাজু প্রমুখ। বক্তারা বলেন, গ্রামীণ জনপদের শূন্য থেকে ৩ বছর বয়সী

Name of the Newspaper: Daily Sabuj Sylhet
Date of publication: 23 April 2014
Brief on news: The news was covered the Nutrition at the center inception workshop that was held in Sunamganj.

দৈনিক সময়ের সাহসী কণ্ঠ
সুনামগঞ্জ প্রতিদিন
সুনামগঞ্জ প্রতিদিন, বর্ষ ০১, সংখ্যা ২০০, ২৩ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রি. ১০ বৈশাখ, ১৪২১ বাংলা, ২২ জামাদিউস সানি, বুধবার পৃষ্ঠা ৪, মূল্য ৩

অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু ও গর্ভবতী মা'দের নিয়ে অবহিত সভা

প্রতিদিন প্রতিবেদক
দিরাই ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় অপুষ্টিতে আক্রান্ত শূন্য থেকে ৩ বছর বয়সী শিশু ও গর্ভবর্তী মায়েদের বিভিন্ন রোগ বালাই থেকে মুক্ত এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে আরো বেশী যত্নবান বিষয়ে এক অবহিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ১টায় সিভিল সার্জন সুনামগঞ্জের আয়োজনে ও এনজিও সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশের সহযোগিতায় শহরের স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ ভবনে এ অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সরকারী, বেসরকারী ও বিভিন্ন (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

Name of the Newspaper: Daily Sunamganj Protidin
Date of publication: 23 April 2014
Brief on news: The news was covered the Nutrition at the center inception workshop that was held in Sunamganj.

দৈনিক

www.sunamganjerkhobor.com

আঁধারচেরা আলোর ঝ

সুনামগঞ্জের খবর

সুনামগঞ্জ । সোমবার । ২২ জুন ২০১৫ । ০৮ আষাঢ় ১৪২২ । ০৪ রমজান ১৪৩৬ । রেজি.নং চ-৬৭১/১৪ । বর্ষ ৩, সংখ্যা ৩১১

বিশ্বম্ভরপুরে পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভা

বিশ্বম্ভরপুর প্রতিনিধি

বিশ্বম্ভরপুরে মা ও পুষ্টি জাতির উন্নয়নে উত্তম বিনিয়োগ এ প্রতিপাদ্য নিয়ে উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার (২১ জুন) উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষন মিলনায়তনে নিউট্রিশন এ্যাট দ্যা সেন্টার প্রকল্প উপজেলা প্রজেক্ট অফিসার জাবেদ আহমেদের সঞ্চালনায় ও মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ আব্দুল্লাহ আল ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা পঃ পঃ কর্মকর্তা মোঃ আঃ রহমান। এলাকার পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে পুষ্টি সম্পর্কিত সেবার সহজলভ্যতা, এর মানের উন্নতির লক্ষ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর আয়োজনে উপজেলা প্রশাসন ও কেয়ার বাংলাদেশ, নিউট্রিশন এ্যাট দ্যা সেন্টার ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশ্বম্ভরপুরে পুষ্টি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রকল্পের সহযোগিতায় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, কৃষি বিভাগ, প্রানী সম্পদ বিভাগ, মৎস বিভাগ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট এনজিও এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বৃন্দের সমন্বয়ে উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত অননুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খন্দকার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ উপদেষ্টা হিসাবে উপস্থিত থেকে কমিটি গঠন এবং এর পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেন । বিশ্বম্ভরপুর থেকে অপুষ্টি নিরসনে সকলকে একযোগে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানানো হয়।

Name of the Newspaper:
Daily Sunamganjer Khobor
Date of publication:
22 June 2015
Brief on news: The news was covered the event news on Upazilla Nutrition Coordination Committee (UNCC) formation meeting. The UNCC is formed to enhance multi-sectoral engagement to mainstreaming nutrition.

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি

ভোরের কাগজ

বিশ্বম্ভরপুরে পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মঙ্গলবার, ২৩ জুন ২০১৫

বিশ্বম্ভরপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি : বিশ্বম্ভরপুরে মা ও পুষ্টি জাতির উন্নয়নে উত্তম বিনিয়োগ এ প্রতিপাদ্য নিয়ে উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত রোববার উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ মিলনায়তনে নিউট্রিশন এট দ্যা সেন্টার প্রকল্প উপজেলা প্রজেক্ট অফিসার জাবেদ আহমেদের সঞ্চালনায় ও মেডিকেল অফিসার ডা. আবদুল্লাহ আল ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা প. প. কর্মকর্তা মো. আ. রহমান।

এলাকার পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে পুষ্টি সম্পর্কিত সেবার সহজলভ্যতা, এর মানের উন্নতির লক্ষ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আয়োজনে উপজেলা প্রশাসন ও কেয়ার বাংলাদেশ, নিউট্রিশন এট দ্যা সেন্টার প্রকল্পের সহযোগিতায় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, কৃষি বিভাগ, প্রাণিসম্পদ বিভাগ, মৎস্য বিভাগ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট এনজিও এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের সমন্বয়ে উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খন্দকার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হারুনুর রশিদ উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থিত থেকে কমিটি গঠন এবং এর পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বিশ্বম্ভরপুর থেকে অপুষ্টি নিরসনে সবাইকে একযোগে কাজ করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

Name of the Newspaper:
Vorer Kagoj (Nat Newspaper)
Date of publication:
23 June 2015
Brief on news: The news was covered the event news on Upazilla Nutrition Coordination Committee (UNCC) meeting.

 সমকাল সোমবার ১ ডিসেম্বর ২০১৪ দিরাইয়ে সবজি বীজ বিতরণ দৈনিক সবুজ সিলেট ০১ ডিসেম্বর ২০১৪ দিরাইয়ে সবজি বীজ বিতরণ দিরাইয়ে সবজি	**Name of the Newspaper**: Samakal (A national Newspaper) and Sabuj Sylhet (A divisional newspaper) **Date of publication**: 1 Dec 2014 **Brief on news**: The news covered distribution of seeds among the 1400 poor households by Nutrition at the Center. The aim of seed distribution was promoting diversified food production and consumption.
 দৈনিক সুনামকন্ঠ The Daily Sunamkantha ১৮ অক্টোবর ২০১৬ দিরাইয়ে জাতীয় স্যানিটেশন ও বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালিত দিরাই প্রতিনিধি :: দিরাই বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় স্যানিটেশন ও বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালিত হয়েছে। সোমবার সকালে দিরাই উপজেলা পরিষদের প্রধান ফটক থেকে একটি র‍্যালি বের হয়ে পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা মিলিত হয়।	**Name of the Newspaper:** Daily Sunamkantho **Date of publication:** 18 October 2016 **Brief on news:** The news was published on observance of Global Hand washing Day and National sanitation month jointly organized by Upazilla parishad and Nutrition at the center project.

সুনামগঞ্জের খবর

সুনামগঞ্জ, বৃহস্পতিবার, ৮ই অক্টবর, ২০১৫ ইং,

বিশ্বম্ভরপুরে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালিত

বিশ্বম্ভরপুরে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস র‌্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির আয়োজনে দিবসের র‌্যালি শেষে বিশ্বম্ভরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো. আব্দুল কদ্দুছের সভাপতিত্বে ও শিক্ষক আব্দুল করিমের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন। বক্তাগণ বিশ্ব হাতধোয়া দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে হাত ধোয়া অভ্যাস করে সুস্থ সবলভাবে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার আহবান জানান। আলোচনা সভার পর সাবান ও পানি দিয়ে জন সম্মুখে হাত ধোয়া ব্যবহারিকভাবে প্রদর্শন করা হয়।

Name of the Newspaper:
Sunamganjer Khobor
Date of publication:
8 October 2015
Brief on news:
The news was covered World Hand Washing Day 2015 that was held in Bishwambarpur sub district of Sunamganj.

সুনামগঞ্জের খবর

সুনামগঞ্জ, বুধবার, ১৪ই অক্টবর, ২০১৫ ইং,

বিশ্বম্ভরপুরে পতিত জমি চাষাবাদ বিষয়ক সভা/ বিশ্বম্ভরপুর প্রতিনিধি

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের আয়োজনে পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে অনাবাদী পতিত জমি চাষাবাদে চেতনতামূলক এক সভা মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো: জালাল উদ্দিন সরকার। বক্তারা উপজেলায় যাতে কোন জমিই পতিত না থাকে এ ব্যাপারে সর্বস্তরের কৃষক সহ সকলকে সচেতন হয়ে দেশকে খাদ্যে সয়ংসম্পূর্ণ করতে এগিয়ে আসার আহবান জানান। সভায় কৃষকরা চাষাবাদে সেচ ব্যবস্থায় বিঘœসহ নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। উপজেলা নির্বাহী র্কমকর্তা ও কৃষি কর্মকর্তা সভায় জানান সরকার পতিত জমি চাষাবাদে বিভিন্ন সহযোগিতা জুগিয়ে যাবে। পলাশ ইউনিয়নকে পতিত জমি চাষাবাদে পাইলট প্রকল্প হিসাবে নেয়া হয়েছে। পতিত জমি চাষাবাদে সরকারী ভাবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

Name of the Newspaper:
Sunamganjer Khobor
Date of publication:
14 October 2015
Brief on news: The news is covered of a meeting with farmer how best we can utilize the uncultivated land effectively. UNO, UP chairman and N@C were jointly organized the meeting.

সুনামগঞ্জের ডাক

THE DAILY SUNAMGANJER DAK www.sunamganjerdak.com

মানুষের কাছে পুষ্টির বার্তা পৌঁছে দিতে হবে -সিভিল সার্জন

মানুষের কাছে পুষ্টির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আসতে হত। যখন মানুষ তার সুফল পেতে শুরু করেছে, তখন নিজেরাই স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য স্যাটেলাইট কেন্দ্রে এসে ভীড় জমাচ্ছেন। এখন মোটামোটি সকল পরিবারেই পড়া-লেখা জানা লোক আছে। এখন শুধু প্রয়োজন মানুষগুলোর কাছে বার্তা পৌঁছানো। কথা আছে প্রচারে প্রসার।

তাই সরকারি বেসরকারি সেবা সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ের সকলকে অবহিত করতে হবে।

তিনি বলেন, এখনও অনেকেই অজ্ঞতার জালে আবদ্ধ আছে। তথ্যভিত্তিক পরামর্শের মাধ্যমে মানুষের এই সকল অজ্ঞতার জাল ছিন্ন করতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র শ্রেণির মানুষ পুষ্টি সম্পর্কে উদাসীন। তারা খাবারে পুষ্টির গুণাগুণ সম্পর্কে অবগত নয়। পুষ্টিহীনতার কুফল ও প্রভাব তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তাই সরকারি বেসরকারি ও ব্যক্তির যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা গড়ে তোলতে পারলে অচিরেই আমরা পুষ্টি ক্ষেত্রে শত ভাগ সফলতা নিয়ে আসতে পারবো। সমন্বয় সভায় পুষ্টি বিষয়ক ডকুমেন্টশন উপস্থাপন করেন, কেয়ার বাংলাদেশের টেকনিক্যাল কোর্ডিনেটর এডভোকেসি অফিসার মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম, ইউনিসেফের মাহবুব ইসলাম মজুমদার। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপ পরিচালক মোজাম্মেল হক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক

২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

THE DAILY SYLHETER DAK

মানুষের কাছে পুষ্টির বার্তা পৌঁছে দিতে হবে

Name of the Newspaper: Sunamganjer Dak/ Sylheter Dak
Date of publication: 12 February 2016
Brief on news:
The news covered District Nutrition Coordination Committee (DNCC) quarterly meeting that was jointly organized by Civil Surgeon Office, UNICEF and CARE Bangladesh.

দৈনিক সিলেটের ডাক

www.sylheterdak.com.bd

THE DAILY SYLHETER DAK

Name of the Newspaper:
Daily Sylheter Dak
Date of publication:
Brief on news:
The implementing partner of Nutrition at the Center (N@C) performed world breastfeeding week 2016 through its Farmers Nutrition Group (FNG) to promote breast feeding behavior.

দৈনিক সুনামকণ্ঠ

সত্য প্রকাশে দ্বিধাহীন

The Daily Sunamkantha

৪ পৃষ্ঠা ৩ টাকা

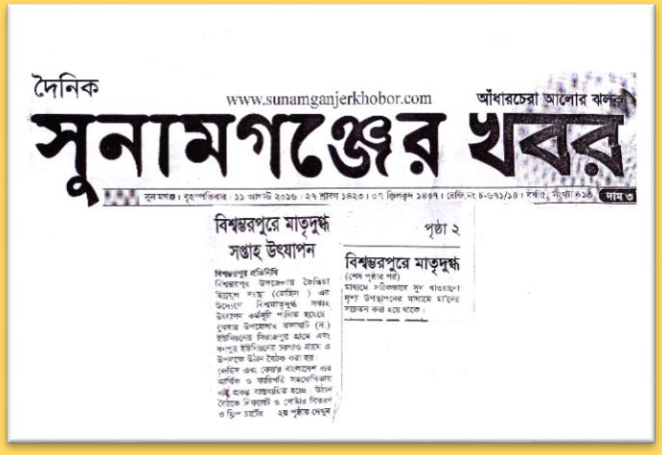

দৈনিক সুনামগঞ্জের খবর

www.sunamganjerkhobor.com

আঁধারচেরা আলোর ঝলক

বিশ্বম্ভরপুরে মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উদযাপন

পৃষ্ঠা ২

Name of the Newspaper:
The Daily Sunamkantha and The Daily Sunamganjer Khobor

Date of publication:
11 August 2016

Brief on news:
The news covered World Breastfeeding week 2016.

দৈনিক সুনামগঞ্জের ডাক

আলোকিত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে

THE DAILY SUNAMGANJER DAK

www.sunamganjerdak.com

দিরাইয়ে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে দম্পতি সমাবেশ

Name of the Newspaper:
Daily Sunamganjer Dak

Date of publication:
August 2016

Brief on news:
News on Couple Gathering as part of observed World Breastfeeding Week 2016.

দৈনিক সুনামগঞ্জের ডাক
আলোকিত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে
THE DAILY SUNAMGANJER DAK www.sunamganjerdak.com
সুনামগঞ্জ । মঙ্গলবার ।

বিশ্বম্ভরপুরে কেয়ার ইউএসএ প্রতিনিধি দলের পুষ্টি কার্যক্রম পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদক :
বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় পুষ্টি কার্যক্রম পরিদর্শন করেছে কেয়ার ইউএসএ নিউট্রিশন এ্যাট দি সেন্টারের প্রতিনিধি দল। গতকাল সোমবার কেয়ার ইউএসএ নিউট্রিশন এ্যাট দি সেন্টারের প্রকল্প পরিচালক জেনিফার অর্গলি এবং সিনিয়র টেকনিক্যাল এডভাইজার ক্রিষ্টরায় পুষ্টি কার্যক্রমের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন।
পরিদর্শনের অংশ হিসেবে প্রতিনিধি দল বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সদস্যদের সাথে পুষ্টি উন্নয়নে মাল্টিসেক্টোরাল ভূমিকার গুরুত্ব নিয়ে এক মতবিনিরময় সভায় মিলিত হন।
উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. হারুনুর রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেয়ার বাংলাদেশের জাতীয় পুষ্টি সমন্বয়কারী ডা. শেখ শাহেদ রহমান, পলাশ ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাইয়ুম মাস্টার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সরোয়ার আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার মুকশেদুল হক, উপজেলা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আব্দুর রহমান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ইকবালুর রহমান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন ১য় পৃষ্ঠায় দেখুন

Name of the Newspaper:
Daily Sunamganjer Dak
Date of publication:
6 December 2016
Brief on news:
The title of the news is " CARE USA team visits Nutrition activities at Bishwambarpur". The picture shows that a meeting was held in Upzilla Council Office with multisectoral department head at upazilla level, how they jointly worked for improving nutrition.

দৈনিক সুনামগঞ্জের ডাক
আলোকিত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে
THE DAILY SUNAMGANJER DAK www.sunamganjerdak.com

কিশোরী মাতৃত্ব ও পুষ্টি বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকে জেলা প্রশাসক

শিক্ষার হার ও মান বেড়ে গেলে কিশোরী মাতৃত্ব রোধ ও অপুষ্টি দূর করা সম্ভব হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক :

শিক্ষার হার ও মান বেড়ে

Name of the Newspaper:
Daily Sabuj Sylhet
Date of publication:
29 November 2016
Brief on news:
News on Round Table discussion on "Adolescents pregnancy and Nutrition" that is jointly organized by N@C and CARE GSK Community Health Workers Initiative with support of Civil Surgeon Office.

The daily
RIBUNA

Tuseday # 29 November 2016 # 15 Ogrohayon 1423 # 28 Safar 1438 # www. thedailytribunal.n

Round table held at Sunamganj on Juvenile maternity, nutrition

Sunamganj correspondent

A roundtable discussion was held in Sunamganj district council auditorium on Monday urging raising awareness amid the conscious people on Juvenile maternity and nutrition. CARE Bangladesh organized the roundtable while the Deputy Commissioner Sheikh Rafiqul Islam joined as the chief guest. Among others Sunamganj Sadar Hospital Asst director Dr Matiur Rahman, CARE's coordinator on health system strengthening Dr Ahsanul Islam, Shanku Raj Mazumdar, Upazila Council chairman Harun ar Rashid, UP chairman Ehsan Chowdhury, Dr Jahangir Alam, Bishwajit Krishna Chakrawarti, Dr Sheikh Shahed Rahman and Hafizul Islam delivered to the function. Deputy Commissioner urged all to get united to work collectively if we intend to push the country on the way of rapid development

Name of the Newspaper:
The Daily TRIBUNAL
Date of publication:
29 November
Brief on news:
NA

সুনামগঞ্জে গোলটেবিল বৈঠক

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

সুনামগঞ্জে কিশোরী মাতৃত্ব ও পুষ্টিবিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে কেয়ার বাংলাদেশ ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ। গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক শেখ রফিকুল ইসলাম। এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন সদর হাসপাতালের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মতিউর রহমান, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হারুন-অর-রশিদ, ডা. শেখ শাহেদ রহমান, ডা. আহসানুল ইসলাম, শেখ হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

Daily Jugantor

Name of the Newspaper:
Daily Jugantor
Date of publication:
29 November 2016
Brief on news:
News on Round Table discussion on "Adolescents pregnancy and Nutrition" that is jointly organized by N@C and CARE GSK Community Health Workers Initiative with support of Civil Surgeon Office.

মানবকণ্ঠ

কিশোরী মাতৃত্ব ও পুষ্টি বিষয়ক গোল টেবিল বৈঠক/

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি **Published :** Monday, 28 November, 2016 at 4:48 PM, **Update:** 28.11.2016 4:49:56 PM

সুনামগঞ্জে কিশোরী মাতৃত্ব ও পুষ্টি বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে কেয়ার বাংলাদেশের উদ্যোগে এবং সুনামগঞ্জ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সহযোগিতায় এ গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের সহকারি পরিচালক ডা. মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসক শেখ রফিকুল ইসলাম। কেয়ার বাংলাদেশের কো-অর্ডিনেট হেলথ সিস্টেম স্ট্রেনদেনিং ডা. মো. আহসানুল ইসলাম ও কেয়ার জিএসকে'র সুনামগঞ্জ প্রোগ্রাম ম্যানেজার শংকু রাজ মজুমদারের যৌথ পরিচালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হারুনুর রশিদ, দিরাই উপজেলার সরমঙ্গল ইউপি চেয়ারম্যান এহসান চৌধুরী, দিরাই উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. জাহাঙ্গীর আলম, সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রমুখ। গোল টেবিল বৈঠকে প্রজেক্টরের মাধ্যমে কিশোরী মাতৃত্ব ও পুষ্টি বিষয়ের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেন কেয়ার বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বিভাগের জাতীয় পুষ্টি সমন্বয়নকারি ডা. শেখ শাহেদ রহমান ও টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর মো. হাফিজুল ইসলাম। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন সহকারি জেলা শিক্ষা অফিসার নূর জালাল, সাংবাদিক পঙ্কজ কান্তি দে, খলিল রহমান, মানব তালুকদার, ইউপি সদস্য রেহানা পারভীন, শিক্ষিকা রিপা আক্তার, নারী নেত্রী দিপালী রাণী দাস প্রমুখ।

Name of the Newspaper:
Manobkantha
Date of publication:
29 November
Brief on news:
News on Round Table discussion on "Adolescents pregnancy and Nutrition" that is jointly organized by N@C and CARE GSK Community Health Workers Initiative with support of Civil Surgeon Office.

দৈনিক সুনামকণ্ঠ

সত্য প্রকাশে দ্বিধাহীন

মঙ্গলবার,১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, ২৯ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

‘কিশোরী মাতৃত্ব ও পুষ্টি’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

কেয়ার বাংলাদেশ কর্তৃক চলমান কেয়ার-জিএসকে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ প্রকল্প এবং নিউট্রিশন এট দি সেন্টার প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে ‘কিশোরী মাতৃত্ব ও পুষ্টি’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ডা. মতিউর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শেখ রফিকুল ইসলাম। এছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ, নূর জালাল খান শাহনূর, স্বপন কুমার দত্ত, মো. জাহাঙ্গীর আলম, বিশ্বজিৎ কৃষ্ণ চক্রবর্তী, ওমর ফারুক, জেছিসের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. ফারুক আহমদ, প্রধান শিক্ষক আব্দুল মালেক, সহকারি শিক্ষিকা রিপা আক্তার, ইউপি চেয়ারম্যান এহসান চৌধুরী, ইউপি সদস্য রেহেনা পারভীন, দিপালী দাশ, নার্গিস বেগম, রফিকুল ইসলাম।

বৈঠকে প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ তুল ধরেন কেয়ার বাংলাদেশের জাতীয় পুষ্টি সমন্বয়কারী ডা. শেখ শাহেদ রহমান, কেয়ার বাংলাদেশের হেলথ সিস্টেম স্ট্রেংদেনিং কো-অর্ডিনেটর ডা. এহসানুল ইসলাম। বৈঠকে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেয়ার বাংলাদেশের টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর মো. হাফিজুল ইসলাম।

বৈঠকে আলোচকগণ সুনামগঞ্জে কিশোরী মাতৃত্ব ও পুষ্টি বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করেন। তারা কেয়ার বাংলাদেশের কার্যক্রমের সফলতা কামনা করে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন এবং এ জেলাকে বাল্যবিয়েমুক্ত করে তোলতে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়েও আলোচনা করা হয়। কিশোরী মাতৃত্ব ও পুষ্টি বিষয়ে সকল পর্যায়ের ব্যক্তিদের সমন্বয়ে প্রচলিত নানাবিধ জটিলতা কাটিয়ে তোলতে আরো বেশি কাজ করা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন বক্তারা।

এ সময় কেয়ার বাংলাদেশের শংকুরাজ মজুমদার, আল আমিন, ডা. সুকোমল রায়, মো. হাসানুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন দৈনিক সুনামগঞ্জের খবর সম্পাদক পঙ্কজ কান্তি দে, খলিল রহমান, দৈনিক সুনামগঞ্জের ডাকের নির্বাহী সম্পাদক কেজি মানব, শাহজাহান চৌধুরী, দৈনিক আজকের সুনামগঞ্জের সম্পাদক আবেদ মাহমুদ চৌধুরী ।

Name of the Newspaper:
Daily Sunamkantha
Date of publication:
29 Nov 2016
Brief on news:
News on Round Table discussion on “Adolescents pregnancy and Nutrition” that is jointly organized by N@C and CARE GSK Community Health Workers Initiative with support of Civil Surgeon Office.

দৈনিক
আঁধারচেরা আলোর ঝল

সুনামগঞ্জের খবর

সুনামগঞ্জ, মঙ্গলবার, ২৯শে নভেম্বর, ২০১৬ ইং, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

গোলটেবিল আলোচনা মাতৃমৃত্যু, মা-শিশুর পুষ্টিহীনতার মূলে বাল্যবিবাহ / নভেম্বর ২৮, ২০১৬

মাতৃমৃত্যু, মা ও শিশুর পুষ্টিহীনতার মূলে রয়েছে বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে পারলে এসব সমস্যা কমবে। এ জন্য বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। নারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। সমাজের সর্বস্তরে এখন বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে মানুষ সচেতন হচ্ছে। এটা আরও বাড়াতে হবে।

সুনামগঞ্জে গতকাল সোমবার 'কিশোরী মাতৃত্ব ও পুষ্টি' বিষয়ক এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদ মিলনায়তনে কেয়ার বাংলাদেশ এই আলোচনার আয়োজন করে।

সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের সহকারী পরিচালক মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক শেখ রফিকুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় মূল বক্তব্য তুলে ধরেন কেয়ারের কর্মকর্তা মো. হাফিজুল ইসলাম। এছাড়াও বক্তব্য দেন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হারুনুর রশিদ, দিরাই উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম, সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কৃষ্ণ চক্রবর্তী, কেয়ারের জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমের সমন্বয়কারী শেখ শাহেদ রহমান, কেয়ারের স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সমন্বয়কারী আহসানুল ইসলাম, ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান এহসান চৌধুরী, ইউপি সদস্য রেহেনা পারভীন, শিক্ষক রিপা আক্তার

Name of the Newspaper:
Daily Sabuj Sylhet
Date of publication:
Brief on news:
News on Round Table discussion on "Adolescents pregnancy and Nutrition" that is jointly organized by N@C and CARE GSK Community Health Workers Initiative with support of Civil Surgeon Office.

	Name of the Newspaper: Daily Sabuj Sylhet Date of publication: **Brief on news:** News on Round Table discussion on “Adolescents pregnancy and Nutrition” that is jointly organized by N@C and CARE GSK Community Health Workers Initiative with support of Civil Surgeon Office.

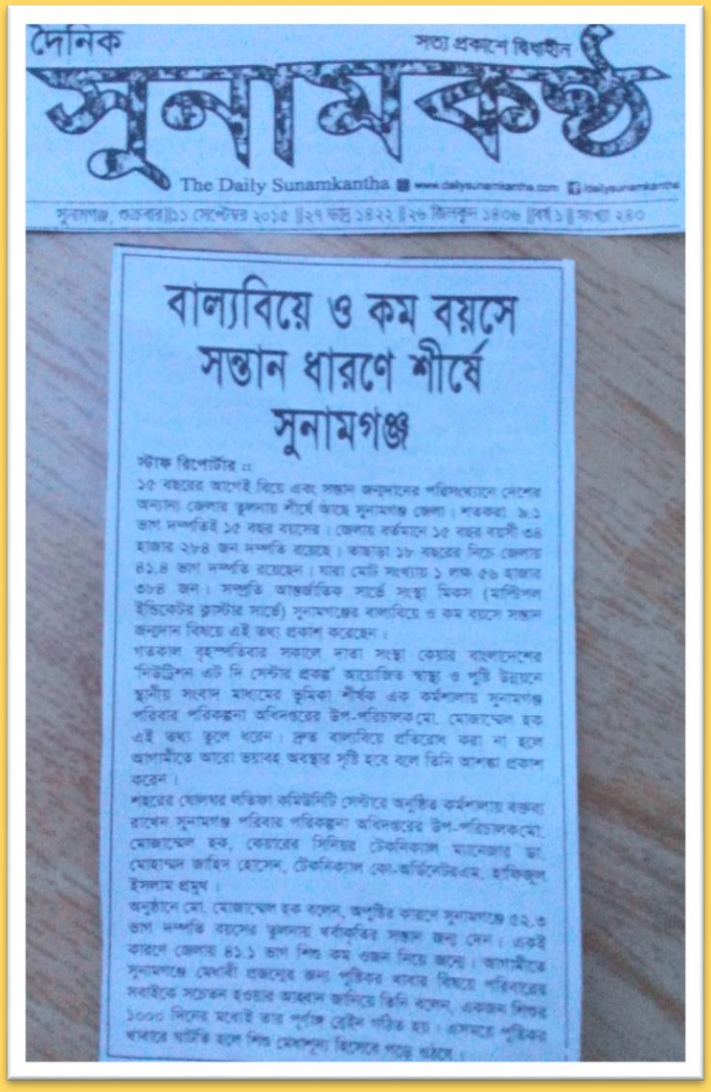	**Name of the Newspaper:** The Daily Sunamkantha **Date of publication:** 11 September 2015 **Brief on news:** Journalist orientation on Nutrition and Health, the aim of the orientation was to change journalist focus to Health and Nutrition in Sunamganj.
	Name of the Newspaper: The Sabuj Sylhet **Date of publication:** 11 September 2015 **Brief on news:** Journalist orientation on Nutrition and Health, the aim of the orientation was to change journalist focus to Health and Nutrition in Sunamganj.

 দৈনিক সুনামগঞ্জের খবর কর্মশালা কেয়ারের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কর্মশালা কেয়ারের স্বাস্থ্য	**Name of the Newspaper:** Daily Sunamganjer Khobor **Date of publication:** 11 September 2015 **Brief on news:** Journalist orientation on Nutrition and Health, the aim of the orientation was to change journalist focus to Health and Nutrition in Sunamganj.
 দৈনিক সময়ের সাহসী কণ্ঠ সুনামগঞ্জ প্রতিদিন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে কর্মশালা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে	**Name of the Newspaper:** Daily Sunamganj Protidin **Date of publication**: 11 September 2015 **Brief on news:** Journalist orientation on Nutrition and Health, the aim of the orientation was to change journalist focus to Health and Nutrition in Sunamganj.

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সাংবাদিকদের ফলোআপ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক:
"স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা" বিষয়ক ফলোআপ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার কেয়ার'র বাংলাদেশের নিউট্রিশন এট দি স্টোর প্রকল্পের উদ্যোগে স্থানীয় একটি রিসোর্টে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য তোলে ধরেন ন্যাশনাল নিউট্রিশন কোর্ডিনেটর ডা. শেখ শাহেদ রহমান, কেয়ার বাংলাদেশের টেকনিক্যাল কোর্ডিনেটর নলেজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড এডভোকেসি মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম, টেকনিক্যাল ম্যানেজার-ফিল্ড অপারেশন আল-আমিন। কর্মশালায় সুনামগঞ্জে কর্মরত জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা এবং ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন নিউজপোর্টালের প্রতিনিধিদের

মধ্যে আরো ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

Name of the Newspaper:
Sunamganjer Dak
Date of publication:
28 December 2016
Brief on news:
Follow up Workshop with Media Journalist on Nutrition and Health, the aim of the orientation was to change journalist focus to Health and Nutrition in Sunamganj.

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা বিষয়ক ফলোআপ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

রুজেল আহমদ
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা বিষয়ক ফলোআপ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টায় নিউট্রিশন এট দি সেন্টার প্রকল্প কেয়ার বাংলাদেশের উদ্যোগে শহরের হাজীপাড়াস্থ হাওর বিলাস গেষ্ট হাউসের চতুর্থ ফ্লোরের কনফারেন্স রুমে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কেয়ার বাংলাদেশ সুনামগঞ্জ অঞ্চলের রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর মোঃ হাফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন কেয়ার বাংলাদেশের টেকনিক্যাল ম্যানেজার ফিল্ড অপারেশন মোঃ আল আমীন,সংগঠনের জাতীয় পুষ্টি সমন্বয়কারী ডাঃ

৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

Name of the Newspaper:
Sunamganjer Somoy
Date of publication:
28 December 2016
Brief on news:
Follow up Workshop with Media Journalist on Nutrition and Health, the aim of the orientation was to change journalist focus to Health and Nutrition in Sunamganj.

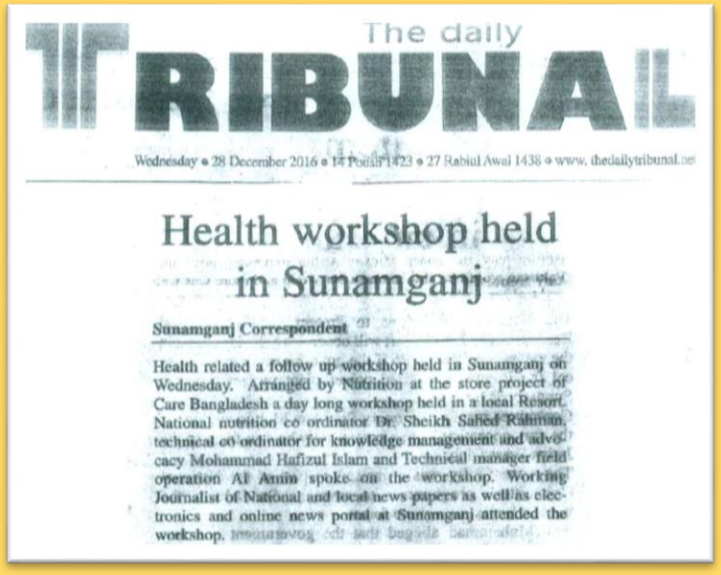

সুনামগঞ্জে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সাংবাদিকদের ফলোআপ কর্মশালা সুনামগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি : সুনামগঞ্জে 'স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা' বিষয়ক ফলোআপ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার কেয়ার বাংলাদেশ-এর নিউট্রিশন এট দি স্টোর প্রকল্পের উদ্যোগে স্থানীয় একটি রিসোর্টে দিনব্যাপী এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন, ন্যাশনাল নিউট্রিশন কো-অর্ডিনেটর ডা. শেখ Sylheter Dak THE DAILY JUGANTOR যুগান্তর সুনামগঞ্জে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ক কর্মশালা সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে সুনামগঞ্জ জেলা। সারা দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে সুনামগঞ্জের অবস্থান ৬৩তম। সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে এখানে বেশি। তেমনি সারা দেশের চেয়ে এখানে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মাতৃ মৃত্যুর হার বেশি। একইভাবে শিশু মৃত্যুর হারও বেশি। সুনামগঞ্জ জেলার স্বাস্থ্য ও পুষ্টির এ তথ্য তুলে ধরা হয় কেয়ার বাংলাদেশের নিউট্রিশন এট দি সেন্টার প্রকল্পের কর্মশালায়।	**Name of the Newspaper:** Daily Sylheter Dak **Date of publication:** **28 December 2016** **Brief on news:** Follow up Workshop with Media Journalist on Nutrition and Health, the aim of the orientation was to change journalist focus to Health and Nutrition in Sunamganj.
The daily TRIBUNAL Wednesday • 28 December 2016 • 14 Poush 1423 • 27 Rabiul Awal 1438 • www.thedailytribunal.net Health workshop held in Sunamganj Sunamganj Correspondent Health related a follow up workshop held in Sunamganj on Wednesday. Arranged by Nutrition at the store project of Care Bangladesh a day long workshop held in a local Resort. National nutrition co ordinator Dr. Sheikh Sahed Rahman, technical co-ordinator for knowledge management and advocacy Mohammad Hafizul Islam and Technical manager field operation Al Amin spoke on the workshop. Working Journalist of National and local news papers as well as electronics and online news portal at Sunamganj attended the workshop.	**Name of the Newspaper:** The Daily TRIBUNAL **Date of publication:** 28 December 2016 **Brief on news:** NA

পুষ্টিবিষয়ক প্রচারাভিযান

শনিবার সিলেটে সমকাল ও সিএসএ ফর সান আয়োজিত পুষ্টিবিষয়ক প্রচারাভিযানে দেয়ালিকা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুলের শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আমিনুল হক ভূইয়াসহ অতিথিরা ■ সমকাল

মেধাবী জাতি বিনির্মাণে পুষ্টি সচেতনতা অপরিহার্য

■ সিলেট ব্যুরো ও শাবি প্রতিনিধি

কারও হাতে সাদা ককশিট, কারও হাতে মোটা লেখার কাগজ। প্রত্যেকে খুবই ব্যস্ত। তাদের এ ব্যস্ততা নিজেদের লেখা দেয়ালিকা নিয়ে। কীভাবে টানাবে দেয়ালিকা? সিলেটের আটটি বিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থী নিজ হাতে দেয়ালিকা নিয়ে হাজির হয় সিলেট নগরীর দি এইডেড হাই স্কুল অডিটোরিয়ামে। একপর্যায়ে দেয়ালিকা টানিয়ে শেষ হয় তাদের ব্যস্ততা। পাশাপাশি পুষ্টি নিয়ে দিনব্যাপী চলে গোলটেবিল বৈঠক। গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেন, মেধাবী জাতি বিনির্মাণে পুষ্টি সচেতনতা অপরিহার্য।

সিলেটে সমকাল ও সিএসএ ফর সান উদ্যোগ

গতকাল শনিবার সমকাল ও সিএসএ ফর সান এ উৎসবের আয়োজন করে। এ ছাড়া অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থীদের ফলের চাহিদা পূরণের অনুষঙ্গ হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে ফলদ বৃক্ষের চারা উপহার দেওয়া হয়।

গ্লোবাল ডে অব অ্যাকশন উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে পুষ্টি বিষয়ের ওপর তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন সিএসএ ফর সানের জাতীয় সমন্বয়ক ডা. শাহিদা আক্তার। পুষ্টি নিয়ে সমকালের এ আয়োজন বর্ণনা করে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমকাল সুহৃদ সমাবেশের বিভাগীয় সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম আবেদ। পরে সমকাল ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

Name of the Newspaper:
Daily Samakal
Date of publication:
Brief on news:
The event was organized by Scaling Up Nutrition (SUN) in Bangladesh. Among others N@C also participated that event as an active actors in Nutrition field.

বিশ্বম্ভরপুরে পুষ্টি সমন্বয় কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত/

26 October 2016/স্বপন কুমার বর্মন, বিশ্বম্ভরপুর প্রতিনিধি:

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির ত্রৈমাসিক সভা উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার (২৬ অক্টোবর) উপজেলা স্বাস্থ্ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের আয়োজনে ও কেয়ার বাংলাদেশ এর নিউট্রিশন এট দি সেন্টার প্রকল্পের এর সহযোগীতায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা স্বাস্থ্ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: চৌধুরী জালাল উদ্দিন মুর্শেদ। সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলাচেয়ারম্যান মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আব্দুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেয়ার বাংলাদেশ এর নিউট্রিশন এট দি সেন্টার প্রকল্পের টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর হাফিজুল ইসলাম ও প্রজেক্ট অফিসার দেওয়ান ইসতে আখ-উল আলম।

উক্ত সভায় স্ব স্ব বকাতাগণ এ এলাকার পুষ্টি অবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন এবং এর জন্য কাজ করার আশা ব্যাক্ত করেন। নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়

Name of the Newspaper:
Banglanews
Date of publication:
26 October 2016
Brief on news:
News on UNCC –Multi-sectoral Meeting at Bishwambarpur

কাউন্সেলিং সেবা আরো জোরদার করা এবং বহুমাত্রিক প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করার তাগিদ দেন। উপজেলাচেয়ারম্যান, কেয়ার বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়িত নিউট্রিশন এট দি সেন্টার প্রকল্পের কার্যক্রম এর প্রশংসা করেন ও অগ্রগতিতে সাধুবাদ জানান। তিনি কেয়ার বাংলাদেশকে পুষ্টি প্লেট আইইসি ম্যাটেরিয়াল হিসেবে সকল স্কুলের ছাত্রছাত্রিদের বিতরনের জোর দাবি জানান। পরিশেষে কমিটি পুনর্গঠনের মাধ্যমে আগামীতে আরো নিবির ভাবে সরকারীবেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠান একসাথে সমন্বয় করে কাজ করার জন্য সকল সদস্যগণ অঙ্গিকারবদ্ধ হোন। এই ধারাবাহিকতা চলমান থাকলে ভবিষ্যতে এ এলাকার পুষ্টি পরিস্থিতির নিশ্চিত উন্নয়ন ঘটবে বলে সকলে আশা প্রকাশ করেন।

www.banglanewsus.com

banglanewsus

আজ ও আগামীর জন্য — যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা দৈনিক

প্রকাশিত হয়েছে : 9:06:50,অপরাহ্ন 25 September 2016 |

বিশ্বম্ভরপুরে ৯৬৮ টি হাঁস বিতরন

স্বপন কুমার বর্মন, বিশ্বম্ভরপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধিঃ বিশ্বম্ভরপুরে গর্ভবতী ও দু°দানকারী ১২১ জন ময়েদের মাঝে ৮ টি করে মোট ৯৬৮ টি খাকি ক্যাম্বেল হাসঁ বিতর করা হয়। রবিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের সাতগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠানে জেছিসের টেকনিক্যাল অফিসার মোঃ মফিজুর রহমানের পরিচালনায় উপস্তিত ছিলেন জেছিসের জেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ গোলাম হোসেন, উপজেলা মনিটরিং ম্যানেজার ঝলমল মারিয়া, কেয়ারের প্রজেক্ট ম্যানেজার ইশতেয়াক আলম, কমিনিউটি ডেভলাপম্যান্ট অফিসার, মোছাঃ ডলি সুলতানা, কেয়ার জেএসকে এর মোঃ বাহারুল আলম, জেছিসের সিএফ আঃ মুক্তাদির, এনামুল হক, ইউ/পি সদস্য নেছার আহমদ, হাবিবুর রহমান, জামিনা বেগম, জানা যায়, উক্ত সংস্থার মাধ্যমে উপজেলায় পর্যায় ক্রমে ১৫২৯ জন মহিলার মাঝে পরিবার প্রতি ৮ টি করে উন্নত জাতের খাকি ক্যাম্বেল হাসঁ বিতরন করা হবে।

Name of the Newspaper:
Banglanews
Date of publication:
25 September 2016
Brief on news:
News on N@C: Homegrown, project distributed ducks among the selected poor families.

 সুনামগঞ্জের ডাক শেয়ারিং ব্যবস্থা অভিভ্রতাকে শেখ হাসিনার মতো দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে নেই আর হবেও না ডা.মাখদুমা নার্গিস	**Name of the Newspaper:** Daily Sunamganjer Dak **Date of publication:** 4 April 2016 **Brief on news:** Chief Coordinator – Community Based Health Care (CBHC) and Head of Community Clinic visited Nutrition at the Center Project activities in Sunamganj.
 দৈনিক সুনামকণ্ঠ The Daily Sunamkantha জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সরকার কাজ করছে ডা. মাখদুমা নার্গিস	**Name of the Newspaper:** Daily Sunamkantha **Date of publication:** **04 April 2016** **Brief on news:** Chief Coordinator – Community Based Health Care (CBHC) and Head of Community Clinic visited Nutrition at the Center Project activities in Sunamganj.
DC Office Sunamganj added 3 new photos./ October 24, 2016 · স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা শীর্ষক পরিকল্পনা সভা ..... মিডিয়া সেল: জেলা প্রশাসন ও জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, সুনামগঞ্জ এর আয়োজনে এবং নিউট্রিশন এট দি সেন্টার প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় সুনামগঞ্জ হাওর বিলাস এর সম্মেলন কক্ষে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা শীর্ষক পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।	**Name of the Media:** Facebook page DC office **Date of publication**: October 24, 2016 **Brief on news:** Planning Meeting with district education office for

উক্ত পরিকল্পনা সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি) জনাব আইরুন আক্তার পান্না এঁর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম মহোদয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, জেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন। পরিকল্পনা সভায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। 	scaling up Nutrition intervention in secondary schools.
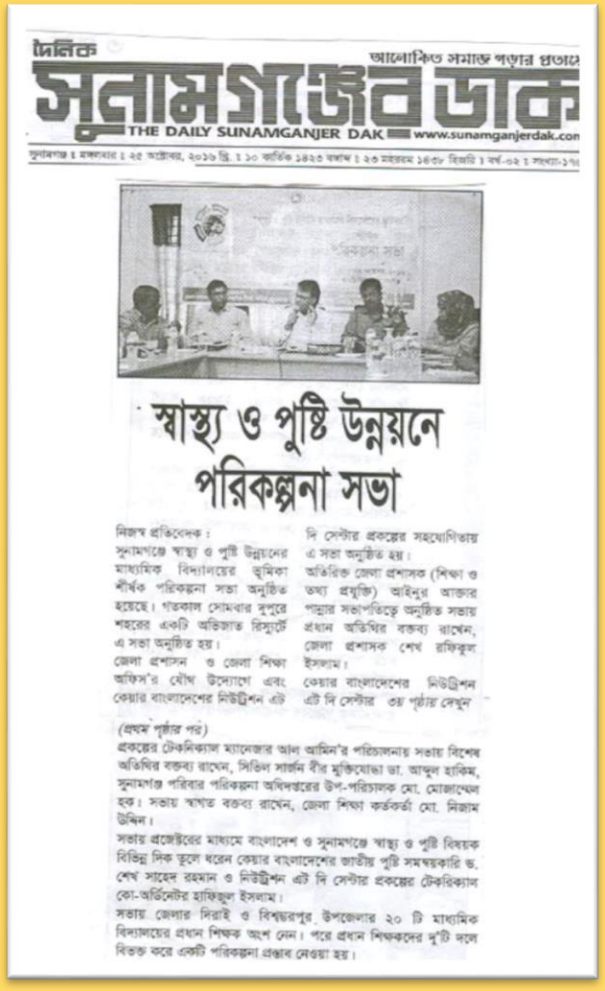 দৈনিক সুনামগঞ্জের ডাক আলোকিত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে THE DAILY SUNAMGANJER DAK www.sunamganjerdak.com স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে পরিকল্পনা সভা নিজস্ব প্রতিবেদক : সুনামগঞ্জে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা শীর্ষক পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে শহরের একটি অভিজাত রিসোর্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা অফিস'র যৌথ উদ্যোগে এবং কেয়ার বাংলাদেশের নিউট্রিশন এই সি সেন্টার প্রকল্পের সহযোগিতায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি) আইনুর আক্তার পান্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা প্রশাসক শেখ রফিকুল ইসলাম। কেয়ার বাংলাদেশের নিউট্রিশন এই সি সেন্টার তয় পৃষ্ঠায় দেখুন (প্রথম পৃষ্ঠার পর) প্রকল্পের টেকনিক্যাল ম্যানেজার আল আমিন'র পরিচালনায় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, সিভিল সার্জন বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. আব্দুল হাকিম, সুনামগঞ্জ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. মোজাম্মেল হক। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, জেলা শিক্ষা কর্তকর্তা মো. নিজাম উদ্দিন। সভার প্রজেক্টরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও সুনামগঞ্জে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন কেয়ার বাংলাদেশের জাতীয় পুষ্টি সমন্বয়কারি ড. শেখ সাহেদ রহমান ও নিউট্রিশন এই সি সেন্টার প্রকল্পের টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর হাফিজুল ইসলাম। সভায় জেলার দিরাই ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ২০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অংশ নেন। পরে প্রধান শিক্ষকদের দু'টি দলে বিভক্ত করে একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব নেওয়া হয়।	**Name of the Newspaper:** Daily Sunamganjer Dak **Date of publication:** 25 October 2016 **Brief on news:** Planning Meeting with district education office for scaling up Nutrition intervention in secondary schools.

দৈনিক
সত্য প্রকাশে দ্বিধাহীন
সুনামকণ্ঠ
The Daily Sunamkantha
সুনামগঞ্জ ॥ মঙ্গলবার ২৫ অক্টোবর ২০১৬ ॥ ১০ কার্তিক ১৪২৩ ॥ ২৩ মহররম ১৪৩৭ ॥ বর্ষ ২ ॥ সং

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জেলা প্রশাসক শেখ রফিকুল ইসলাম

পরিবারে অধিক সদস্যসংখ্যা পুষ্টিহীনতার অন্যতম কারণ

—— জেলা প্রশাসক

স্টাফ রিপোর্টার ::
জেলা প্রশাসক শেখ রফিকুল ইসলাম বলেছেন, সুনামগঞ্জে অধিক সদস্য সংখ্যার কারণে এখানকার মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভোগছে। এখানে পরিবার পরিকল্পনার গড় হার ৫.৯। যা পুষ্টিহীনতার অন্যতম কারণ। বড় পরিবারের কারণে অধিক চাহিদা থাকায় সবাই পুষ্টিহীনতায় ভোগছে। শুরু থেকে চাহিদানুযায়ী পুষ্টির

পরিবারে অধিক

শেষ পৃষ্ঠার পর

ও অ্যাডভোকেসি) মো. হাফিজুল ইসলাম প্রমুখ।
জেলা প্রশাসক শেখ রফিকুল ইসলাম তার বক্তব্যে আরও বলেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পুষ্টি সচেতনতা বিষয়ে পাঠদানের বিরাট সুযোগ রয়েছে। তারা এই দায়িত্ব পালন করলে পুষ্টিহীনতার চক্র থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব। শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠদানের মাধ্যমেই এই সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারবেন। আগামী প্রজন্ম অপুষ্টি চক্র থেকে বেরিয়ে আসলে আমরা একটি সবল প্রজন্ম পাবো। যার মাধ্যমে জাতি উপকৃত হবে।

Name of the Newspaper:
Daily Sunamkantha
Date of publication:
25 October 2016
Brief on news:
Planning Meeting with district education office for scaling up Nutrition intervention in secondary schools.

বিশ্বম্ভরপুরে ১২১ জন মহিলার মধ্যে ৯৬৮ টি হাঁস বিতরণ

Name of the Newspaper:
Date of publication:
Brief on news:
News on N@C: Homegrown, project distributed ducks among the selected poor families.

দৈনিক
www.sunamganjerkhobor.com
আঁধারচেরা আলোর কলম
সুনামগঞ্জের খবর

বিশ্বম্ভরপুরে গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে হাঁস বিতরণ

বিশ্বম্ভরপুরে গর্ভবতী মায়েদের
(শেষ পৃষ্ঠার পর)

Name of the Newspaper:
Sunamganjer Khobor
Date of publication:
26 September 2016
Brief on news:
News on N@C: Homegrown, project distributed ducks among the selected poor families.

পৃষ্ঠা ৮ • সোমবার ১১ আশ্বিন ১৪২৩ বাংলা • Monday, 26 September, 2016
দৈনিক
সিলেটের ডাক
www.sylheterdak.com.bd
THE DAILY SYLHETER DAK

বিশ্বম্ভরপুরে ১২১ জন মহিলার মধ্যে ৯৬৮ টি হাঁস বিতরণ

দক্ষিণ সুরমায় চোরাই মোটরসাইকেল বিক্রিকালে আটক ১

Name of the Newspaper:
Daily Sylheter Dak
Date of publication:
26 September 2016
Brief on news:
News on N@C: Homegrown, project distributed ducks among the selected poor families.

দৈনিক
আঁধারচেরা আলোর ঝলক
সুনামগঞ্জের খবর

সুনামগঞ্জ, বৃহস্পতিবার, ৯ই মার্চ, ২০১৭ ইং, ২৫শে ফাল্গুন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

বিশ্বম্ভরপুরে হত দরিদ্রদের মধ্যে স্যানিটেশন রিং স্লাব বিতরণ

বিশ্বম্ভরপুর প্রতিনিধি

বিশ্বম্ভরপুরে উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যেগে হত দরিদ্রদের মাঝে স্যানিটেশন রিং স্লাব বিনামুল্যে বিতরণ করা হয়। শুক্রবার সকালে সলুকাবাদ ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান রওশন আলীর সভাপতিত্বে রিংস্লাব বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ, ইউনিয়ন প্যানেল চেয়ারম্যার জাকিরুল ইসলাম, ইউনিয়ন মহিলা সদস্য পাখিমা বেগম, মনোয়ারা বেগম, মেরাজ আলী, জাকির হোসেন, কেয়ার বাংলাদেশের প্রজেক্ট অফিসার দেওয়ান ইসতিয়াকুল আলম, ডেভেলপমেন্ট অফিসার নাজমুল হাসানসহ এলাকার গণ্যমান্য ও সিএসজি সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ইউনিয়নের মোট ১০০ জন হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে ০৩টি করে রিং ০১টি স্লাব বিতরণ করা হয়।

Daily Sunamganj
March 9, 2017

The news covered the Salukabad Union Parishad distributed 100 ring slub among the poor household to promote healthy sanitation practice in family level. This was facilitated by N@C to increase contribution of UP to Health and Nutrition.

দৈনিক
উত্তরপূর্ব

Daily Uttarpurba
4 March 2017

The news covered the Salukabad Union Parishad distributed 100 ring slub among the poor household to promote healthy sanitation practice in family level. This was facilitated by N@C to increase contribution of UP to Health and Nutrition.

বিশ্বম্ভরপুরে দরিদ্রদের মধ্যে স্যানিটেশন সামগ্রী বিতরণ

বিশ্বম্ভরপুর প্রতিনিধি

বিশ্বম্ভরপুরে উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে হতদরিদ্রদের মাঝে বিনামূল্যে স্যানিটেশন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে সলুকাবাদ ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মো. রওশন আলীর সভাপতিত্বে রিং স্ল্যাব বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন- উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ, ইউনিয়ন প্যানেল চেয়ারম্যার জাকিরুল ইসলাম, ইউনিয়ন মহিলা সদস্য পাখিমা বেগম, মনোয়ারা বেগম, মো. মেরাজ আলী, জাকির হোসেন, কেয়ার বাংলাদেশের প্রজেক্ট অফিসার দেওয়ান ইসতিয়াকুল আলম, ডেভেলপমেন্ট অফিসার মো. নাজমুল হাসানসহ এলাকার গণ্যমান্য ও সিএসজি সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ইউনিয়নের মোট ১০০ জন হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে ৩টি করে রিং ১টি স্ল্যাব বিতরণ করা হয়।

পাঠক ভাবনা

হাওড় এলাকায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সমস্যা দূরীকরণে করণীয়

এম হাফিজুল ইসলাম মারুফ

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলা হাওড় বেষ্টিত যেমন-সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সিলেটের আংশিক এলাকা। হাওড় এলাকা হওয়ায় এখানকার সমস্যার ধরনও ভিন্ন। এ অঞ্চলগুলোতে বছরের প্রায় অর্ধেক সময় জলবেষ্টিত থাকে, এসময় হাওড়বাসীর অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম হলো নৌকা ও লঞ্চ, গ্রামগুলো দেখতে অনেকটা দ্বীপের মতো মনে হয়। এক গ্রামের সঙ্গে আরেক গ্রামের স্থলপথে যোগাযোগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, এর প্রভাব পড়ে শিক্ষা, ব্যবসা, চিকিৎসা, কৃষিসহ মানুষের মৌলিক চাহিদার ওপর। দেখা যায়- যে গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষার্থী অন্য গ্রাম থেকেও আসে। বিশেষ করে মেয়ে শিক্ষার্থীদের বেলায় চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়, এমনিতে মেয়েদের নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে তাদের বিদ্যালয়ে আসতে হয়। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্ষাকালে শিক্ষার্থী উপস্থিতি কমে যায় এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এটা কিশোরীদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা রাখে। বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা অচিরেই বাল্যবিবাহের ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। এর ফলে তারা সময়ের অনেক আগে গর্ভধারণ করে। আমরা নারীর ক্ষমতায়ন ও পুষ্টির কথা যখন ভাবি তখন উপরোক্ত সমস্যাসমূহ ঐ কিশোরীদের জীবনে স্থায়ী রূপে দেখা দেয়। এই চক্র থেকে তারা আর বের হয়ে আসতে পারে না। বাংলাদেশে প্রতি তিনজনের ২ জন প্রয়োজনীয় উচ্চতার (বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম) চাইতে কম উচ্চতা নিয়ে বড় হয়।

হাওড় অঞ্চলে বর্ষাকালে স্বাভাবিক ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাহত হয়, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব ফেলে, দ্রব্যমূল্য তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। যা তাদের ক্রয়ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলে। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ঐ পরিবারের শিশু ও নারী। যোগাযোগ অপ্রতুলতার কারণে তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা বিঘ্নিত হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীরা শুকনো মৌসুমের মতো একই মাত্রায় বাড়ি পর্যায়ে উল্লেখিত সেবা পৌছে দিতে পারেন না। আবার সেবা গ্রহীতারাও যোগাযোগ অপ্রতুলতা ও ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সেবাকেন্দ্রে যাওয়া কমিয়ে দেন, ফলে এর সামগ্রিক প্রভাব পড়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবার ওপর। উপরন্তু এসময় নতুন একটি স্বাস্থ্য সমস্যা যোগ হয় সেটা হলো, যারা খোলা জায়গায় পায়খানা করে এবং কম উন্নত পায়খানা ব্যবহার করে এর সব মানববর্জ্য হাওড়ের পানির সঙ্গে মিশে যায়। ফলে পানিবাহিত রোগ যেমন- ডায়রিয়া, কৃমি, জন্ডিস ইত্যাদি অনেক বেড়ে যায়, যা শিশুর অসুস্থতা, পুষ্টি বিকাশে বাধা তৈরি করে এবং সর্বোপরি শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।

তৃণমূলে যেখানে নিরাপদ পানির সুব্যবস্থা কম, সেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে হাওড়ের পানি ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর পাশাপাশি হাত না ধুয়ে খাওয়ার বা শিশুকে খাওয়ানোর আগে হাত না ধোয়ার প্রবণতা গ্রামে এখনও অনেক বেশি। যা পরিবারের সার্বিক স্বাস্থ্যের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। হাঁস-মুরগির চলাচল সীমিত হয়ে আসে। আবার যারা পশু পালন ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালন করেন, তাদের (মানুষ এবং পশু-পাখি) একই গৃহে অবস্থান করতে দেখা যায়। এর ফলে ঐ পরিবারের শিশু পশু-পাখির মলমূত্রের সংস্পর্শে আসে, যা শিশুর বৃদ্ধিতে পরোক্ষ বাধার সৃষ্টি করে। সংশ্লিষ্ট গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন, হাঁস-মুরগি ও পশুর বর্জ্য শিশুর নাগালের মধ্যে এলে, শিশু এবং তার প্রতিপালনকারীদের হাতের মাধ্যমে তা তার অন্ত্রে প্রবেশ করে যা শিশুর অন্ত্রে এক ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলে, যা শিশুর অন্ত্রেও স্বাভাবিক ক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে ফলে সে শিশুর বৃদ্ধি লোপ পায়। হাওড় অঞ্চলে খর্বাকৃতি শিশুর সংখ্যা সমতলের চাইতে তুলনামূলক বেশি।

বর্ষাকালে দীর্ঘসময় এলাকাগুলো জলবেষ্টিত থাকায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে এখানকার বেশিরভাগ কৃষককে মাত্র ১টি ফসলের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। আবার হাওড়ের ওপর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এসময় তাদের দৈনন্দিন উপার্জনের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যার পরোক্ষ প্রভাব পড়ে পরিবারের সকলের ওপর, সামগ্রিকভাবে তা পরিবারের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সমস্যাকেই দীর্ঘায়িত করে। এসময় বিশেষ করে বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার গ্রহণের চর্চার ওপর সরাসরি তা প্রভাব ফেলে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কয়েকটি সুপারিশ বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে-

১) হাওড় অঞ্চলের জন্য বিশেষ প্রযুক্তির স্যানিটেশন ব্যবস্থা উদ্ভাবন (যাতে

২০ অক্টোবর ২০১৬ | সাপ্তাহিক

৩৬

Name of the Newspaper: Weekly Magazine

Date of publication: 24 October 2016

Title of the Article: Recommendations for reducing sanitation problem and safe water in haor areas

Author: Mohammad Hafijul Islam

দৈনিক সুনামগঞ্জের ডাক আলোকিত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে THE DAILY SUNAMGANJER DAK www.sunamganjerdak.com ২ পৃষ্ঠা জাতীয় স্যানিটেশন মাস ও বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস অক্টোবর ২০১৬ **হাওড় এলাকায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সমস্যা দূরীকরণে করণীয়** এম হাফিজুল ইসলাম মারুফ	**Name of the Newspaper**: Daily Sunamganjer Dak **Date of publication:** 17 October 2016 **Title** : Recommendations for reducing sanitation problem and safe water in haor areas
দৈনিক সুনামকণ্ঠ The Daily Sunamkantha ২ **হাওর এলাকায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সমস্যা দূরীকরণে করণীয়** এম হাফিজুল ইসলাম মারুফ	**Name of the Newspaper:** Daily Sunamkantha **Date of publication:** 17 October 2016 **Title:** Recommendations for reducing sanitation problem and safe water in haor areas

সুনামকণ্ঠ

The Daily Sunamkantha

সুনামগঞ্জে কমিউনিটি ক্লিনিকের হালচাল

বাড়ছে সেবাগ্রহীতার হার

শামস শামীম ::
পিছিয়ে থাকা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মানসম্মত প্রাথমিক চিকিৎসার সেবা সরকার সারাদেশের ন্যায় সুনামগঞ্জেও দুই শতাধিক কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে। চারদলীয় জোট সরকার ২০০১ সালে নির্বাচিত হয়ে এই ক্লিনিকগুলো বন্ধ করে দেওয়ায় আ.লীগ সরকার পরবর্তীতে এসে তা চালু করলেও শুরুতে সেবা নিয়ে সন্দেহে ছিল গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। তাই ক্লিনিকগুলোতে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা আশানুরূপ ছিল না।
স্থানীয় লোকজনের মতে এমনও সময় গেছে সেবাগ্রহীতা না আসায় কমিউনিটি ক্লিনিকের বরাদ্দকৃত ওষুধ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর ফেলে দেওয়া হতো! এখন সেই ওষুধের ১ মাসও যায় না! তাই বিনা ওষুধেই ফিরে যেতে হয় অনেক রোগীকে। এখন সেবাগ্রহীতাদের দাবি ওষুধ সরবরাহ বাড়ানোর।
জানা গেছে, ক্লিনিক ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সাংগঠনিকভাবে সম্পৃক্ত করার কথা থাকলেও তাদেরকে সক্রিয় করা হয়নি। ফলে অসচেতন গ্রামীণ লোকজন সেবা নিত না। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এ ক্ষেত্রে উল্টো চিত্র বিরাজ করছে। ক্লিনিক পরিচালনায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করায় সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বেড়েছে। নিয়মিত শত শত গ্রামীণ রোগীকে চিকিৎসা দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা।

> ২০১৪ সনের জানুয়ারি থেকে ২০১৫ সনের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৭ লক্ষ ২৭ হাজার ১৪১জন রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন। এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ওই সময়ে কমিউনিটি ক্লিনিকে সন্তান প্রসব করেছেন ১০৯ জন মা।

সম্প্রতি বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের 'কলায়া কমিউনিটি ক্লিনিক' পরিদর্শনে গিয়ে স্থানীয় সুবিধাভোগী লোকজনের সঙ্গে কথা বলে এই তথ্য জানা গেল। তারা জানান, এখন আর কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রতি সেবাগ্রহীতাদের বিরূপ ধারণা নেই। তবে ক্লিনিকে যাওয়ার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, বিদ্যুতায়ন ও ওষুধ সরবরাহ বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন তারা। এলাকাবাসী আরো জানান, বাড়ির দোরগোড়ায় হওয়ায় ক্লিনিকে এসে সবচেয়ে বেশি সেবা নিচ্ছেন নারী ও শিশুরা। গর্ভবতী মা, প্রসূতি মা ও শিশুরা এখানে এসে জরুরি সেবা নিতে পারছেন। গর্ভধারণের পর ক্লিনিকে এসে সন্তান জন্ম দানের আগে-পরে নিয়মিত চেকআপ ও সেবা নেওয়ায় মা ও শিশু মৃত্যুর হারও কমেছে। কমেছে জন্মনিয়ন্ত্রণের হারও। তাছাড়া গ্রামীণ নানা বয়সী লোকদের মধ্যেও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা নিতেও তারা আগ্রহী হয়েছেন।
সুনামগঞ্জ সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি সিঙ্গিয় 'কমিউনিটি গ্রুপ' ও 'কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ'কে সক্রিয় করার উদ্যোগ »» ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

Name of the Newspaper:
Daily Sunamkantha
Date of publication:
24 October 2016
Brief on news:
An article published on Community Clinic services at N@C area: the major component covered

1. Previous situation
2. Community Support Group engagement to Nutrition
3. Current performance of CC and finally
4. N@C role to improving nutrition through community mobilization

দৈনিক আজকের সুনামগঞ্জ

সত্য ও সুন্দরের পক্ষে

THE DAILY AJKER SUNAMGANJ
www.ajkersunamganj.com

কাচিরগাতি কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা পূরণে কাজ করছে

কাচিরগাতি কমিউনিটি

Name of the Newspaper:
Daily Ajker Sunamganj
Date of publication:
6 August 2015
Brief on news:
An article published on Community Clinic services at N@C area: the major component covered
1. Previous situation
2. Community Support Group engagement to Nutrition
3. Current performance of CC and finally
N@C role to improving nutrition through community mobilization

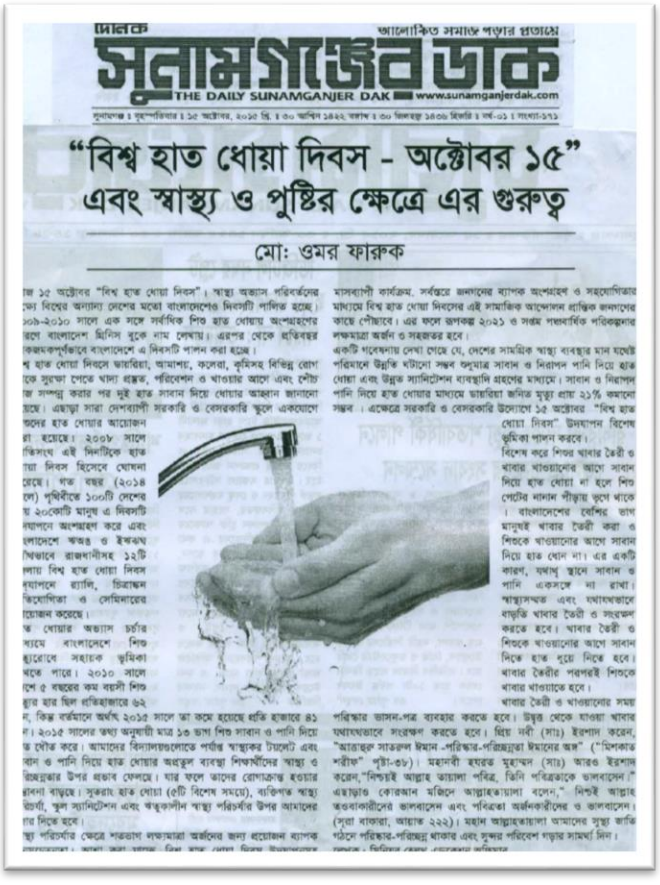

 দৈনিক সুনামকণ্ঠ সত্য প্রকাশে দ্বিধাহীন The Daily Sunamkantha ৪ পৃষ্ঠা ৩ টাকা স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে হাত ধোয়া'র গুরুত্ব মো. ওমর ফারুক	**Name of the Newspaper:** Daily Sunamkantha **Date of publication:** 15 October 2015 **Brief on news:** Importance of Handwashing regarding nutrition, the article was written by senior health education officer of Sunamganj. N@C motivating him to wrote such article to emphasis on hand washing.
 দৈনিক সুনামগঞ্জের ডাক আলোকিত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে THE DAILY SUNAMGANJER DAK www.sunamganjerdak.com “বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস - অক্টোবর ১৫” এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব মো: ওমর ফারুক	**Name of the Newspaper:** Sunamganjer Dak **Date of publication:** **15 October 2015** **Brief on News:** Importance of Handwashing regarding nutrition, the article was written by senior health education officer of Sunamganj. N@C motivating him to wrote such article to emphasis on hand washing. rief on news:

The Daily Star

The death of Tara Banu should have shocked the country. It should have forced us to sit up and take notice. But all it did was reconfirm that the life and death of farmers, the so-called lifeblood of our economy, does not affect the wider national conscience. At least not as much as the Shakib and Apu odyssey.

There was no Pahela Baishakh celebration for the farmers of the country's northeastern region this year. Ironic when you think about it, because originally the first day of Baishakh was declared as the first day of the year to ease the burden of farmers, so that it could be easier for them to pay taxes. On Pahela Baishakh, we savoured our *panta bhaat* as usual without even realising that the farmers of our *haor* regions had to suffer the destruction of rice paddy fields in over one lakh hectares of land. Oh, the irony of it all!

Thousands of farmers like Tara Banu, who died of a heart attack after learning that flash floods had inundated most of her crops in Habiganj's Baniachong upazila, lost vast areas of farmland when early flash floods destroyed them in the country's northeastern region. Out of 20,070 hectares of land in *haor* areas, 19,500 hectares have been affected, and 87 embankments damaged. Moreover, the flash floods have reportedly caused damage to crops worth around Tk 6,000 crore.

Flash floods are not a new phenomenon for farmers of the *haor* regions of Habiganj, Sunamganj, Kishoreganj, Netrokona and other northeastern districts. As explained by Professor AKM Saiful Islam of the Institute of Water and Flood Management at the Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET), water levels of the Surma River cross the 6.5 metre mark generally during April, causing flash floods. While farmers are usually prepared for such an occurrence every year as they harvest a major portion of the Boro crops before mid-April when the floods usually hit the region, they were completely taken by surprise by the early floods that inundated their farmlands on March 27.

It's not just the croplands that have been affected by the flash floods. Thousands of fish were found floating in rivers in the initial aftermath of the disaster. And as if to exacerbate the plight of the *haor* farmers, hundreds of ducks have reportedly been found dead in Sylhet's Fenchuganj and Hakaluki Haor, where duck farming is a major source of livelihood. Farmers like Anwar Miah and Abdul Quayum, who lost all of their ducks, call this a 'plague', a disaster that has ruined everything it touched. What is worrying is that the *haor* people are far from getting rid of this plague. Experts fear there water and possible exposure from open uranium pits across the border in India. Dr Nasrin Sultana, head of the Animal Science Department of Sylhet Agriculture University, further warns that if the fish and birds are consumed, it could be fatal to human beings as well – a warning that only adds to the worries of the stricken residents of the regions.

Haor areas like Hakaluki and Tanguar, designated as Ramsar sites of international importance for the conservation and sustainable utilisation of wetlands, are home to a wide variety of wildlife species, some of which have already been declared vulnerable, endangered and critically endangered. This makes the changes in climate, and their subsequent effects on the regions, even more alarming.

Early flash floods in *haor* areas could be attributed to climate change, explains Professor Islam. "The intensity and frequency of extreme weather has been changing due to climate change," he says, which affect agricultural productivity, land use practice, lifestyles and livelihoods of the *haor* areas.

According to a research study by the International Water Resources Association (IWRA), agricultural crops of *haor* areas are especially sensitive to different natural disasters, including flash floods, drought, storm surges, etc. Thus, "any alternation of rainfall and temperature cycle, as a result of climate change hampers agriculture production significantly" (A Study on Climate Change Impact on the Livelihoods of the People in Tanguar Haor, Bangladesh). A recent study by BUET also claims that pre-monsoon rainfall and its intensity will mostly likely increase in the future, with the probability of occurrence of flash floods likely to be higher in future due to climate change.

The claim of International Organisation for Migration that around six million people of Bangladesh have been displaced from their homes due to climate change should thus not come as a surprise. In fact, as a result of the flash floods, many farmers of Sunamganj, Kishoreganj, Netrakona, Habiganj, and other northeastern districts, have already sold their cattle and other valuables and left their homes in search of manual work in nearby towns. Farmers usually take agriculture loans to augment their meagre earnings, and it can take them years to repay these loans. And then when they are hit with a disaster of such scale, which makes it difficult for them to harvest even a kilogram of rice, they have no alternative but to sell their cattle and sometimes even their land to repay their heartbreakingly informed this paper (*Havoc in Haor*, April 14, 2017) that he had to sell four of his seven cows to repay loans he took to cultivate rice. Now he has no idea how to run his family. Under these circumstances, many farmers are forced to become climate refugees, constantly on the move in search of a shelter and an opportunity to earn a livelihood. It is again ironic that while loan defaulters who steal millions of taka from banks are allowed to stand tall and continue with their business in our society, farmers are regularly harassed to repay the relatively insignificant loans they take out and that too at a high interest rate.

impacts, but how *aware* are we about these impacts? Do we really care that if we are not careful, if we fail to understand why the fate of the *haors* will eventually affect the fate of the whole country, we can literally go under?

According to a study titled 'Predictors of Public Climate Change Awareness and Risk Perception Around the World', by the Yale Program on Climate Change Communication, while 90 percent of the public is aware of climate change in developed economies in North America and Europe relatively few are aware of the issue in many developing countries, even though "many do report having observed changes in

Farmers sorting out the remains of their submerged Boro crops to use them as fodder at a village in Sunamganj. PHOTO: SHEIKH NASIR

This year, International Mother Earth Day, which calls for a collective responsibility to "promote harmony with nature and the Earth to achieve a just balance among the economic, social, and environmental needs of present and future generations of humanity" as stated in the 1992 Rio Declaration, will focus on environmental and climate literacy. Which brings us to the question: despite being one of the most vulnerable countries to climate change, how literate is Bangladesh about climate change and its effects? We *know* that there is a 'thing' called climate change and that we get aid and grants from international organisations and

local weather patterns." According to the study, while "40 percent of adults worldwide have never even heard of climate change, this rises to more than 65 percent in some developing countries like Egypt, Bangladesh and India."

Our ignorance regarding climate change and its impacts is probably what enables immense corruption when it comes to mitigating climate change. Locals of *haor* areas allege that the embankments, which were supposed to protect them from such natural disasters, were faulty, accusing those responsible of construction and repairing works of the embankments surrounding *haor*

Reporters Unity, farmers further blamed the rising of riverbeds by siltation as one of the main reasons why the flash floods were able to completely destroy the crops. Contractors who built the embankments were hired by the Bangladesh Water Development Board (BWDB), and thus it was the responsibility of the said board to ensure that they completed their work in due time and with utmost diligence. A job they failed to do. As a result of faulty, and in some cases absent, embankments, flood water entered croplands from all sides.

According to a leading Bangla daily, the BWDB sought bids for 28 embankments in 116 packages in the last two years; however, the contractors they hired did not manage to complete even 20 percent of the work for which Tk 800 million was disbursed. Deputy Director of ACC, Pranab Kumar Bhattacharya, while stating that they will be launching a probe into allegations of graft over Sunamganj embankments, also alleged that three engineers and contractors "plotted together to embezzle Tk 250 million without doing anything for the projects." The report further accused the contractors of bribing the officials with 5 percent commission for securing the works and 15 percent for clearing of bills. The ACC has already formed a committee to check whether fraud was indeed responsible for the wide-scale devastation in *haor* areas, and the executive engineer of BWDB in Sunamganj, Afsar Uddin, has been withdrawn for his alleged involvement in corruption.

We can cry foul and debate the morality of the authorities who are supposed to be protecting the public from disasters of such magnitude. But does that help Tara Banu and thousands of farmers who lost their homes, their livelihoods to a disaster that could have been tackled? Our helplessness lies in our ignorance, in our inability to care, and our tendency to neglect. The Mother Earth that we hope to save lies in our very heartlands, the areas that give us so much but continue to be ignored and exploited. And until we seriously start focussing on these areas and listening to the cries of the farmers and fishermen who help run this country, the crisis will not be limited to the *haor* or coastal regions. So we can wait until climate change and the corruption surrounding it finally hits urban areas where the 'educated', the 'civilised' people live, or we can do everything in our power to ensure that does not happen. The choice is that simple.

The writer is a member of the editorial team,

The Daily Star
News on Early flood

আমাদের সময় — বুধবার ১৯ এপ্রিল ২০১৭ ৬ বৈশাখ ১৪২৪

■ হাওরে মাছের মড়ক

অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান

সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার বেশিরভাগ হাওরের ফসলরক্ষা বাঁধ ভেঙে দুই সপ্তাহ আগেই তলিয়ে গেছে হাজার হাজার একর বিস্তীর্ণ বোরোক্ষেত। দীর্ঘ সময় ধরে তলিয়ে থাকায় ধানগাছ পচে পানি দূষিত হয়ে উঠছে। ডুবে যাওয়া ধানে ব্যবহৃত কীটনাশক ও সার পানিতে মিশে বিষক্রিয়া হয়েছে। সেই পরিবেশে বাঁচতে না পেরে হাওরের পানিতেই মরে ভেসে উঠছে মাছ। এর মধ্যে মা-মাছের সংখ্যাই বেশি। কৃষকের অবস্থা যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। কৃষকের ঘরে নেই ফসল। এ অবস্থায় তাদের জীবন-জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ছিল হাওরের মাছ। মাছও গেল মরে। তার ওপর কালবৈশাখীর তাণ্ডব। সব কিছু মিলে হাওরবাসী মহাসংকটে পড়েছেন।

শুধু অবহেলায় হাওরবাসীর ধান গেল, মাছও গেল। এ মুহূর্তে অসহায় মানুষের প্রশাসনের সাহায্য প্রয়োজন। পর্যাপ্ত ত্রাণের পাশাপাশি বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য এখন থেকেই কাজ শুরুর কোনো বিকল্প নেই

সময়ের কাজ সময়ে না করায় মাসুল দিতে হচ্ছে গরিব চাষিকে। ভুললে চলবে না, কৃষক না বাঁচলে দেশ বাঁচবে না। দেশের মোট আয়তনের ছয় ভাগের এক ভাগ হাওরাঞ্চল। হাওরই বোরো ধান উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত এলাকা। খুব স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে উঁচু ভূমির আগেই এসব এলাকা বন্যায় তলিয়ে যায়। বছরে অন্তত দুবার এ অঞ্চলের মানুষকে ছোট-বড় বন্যার মোকাবিলা করতে হয়। অথচ সময়মতো শুধু হাওরাঞ্চলের ফসল ঘরে তোলা গেলে দেশের সিংহভাগ অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানো সম্ভব। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও অব্যবস্থাপনার কারণে তা সম্ভব হয় না। এবারও যদি সময়মতো বাঁধ রক্ষার কাজটি শুরু ও শেষ করা যেত তা হলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না।

শুধু অবহেলায় হাওরবাসীর ধান গেল, মাছও গেল। এ মুহূর্তে অসহায় মানুষের প্রশাসনের সাহায্য প্রয়োজন। পর্যাপ্ত ত্রাণের পাশাপাশি বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য এখন থেকেই কাজ শুরুর কোনো বিকল্প নেই। বিবেচনায় রাখতে হবে দুর্গত দরিদ্র মানুষের জীবিকার বিষয়টিও। এবারের মৌসুমে কৃষকের যে ক্ষতি হলো, তার কারণও খতিয়ে দেখতে হবে। হাওর এলাকার বাঁধ মেরামতের কাজ গত ফেব্রুয়ারিতে শেষ হওয়ার কথা, সে কাজ শুরুই হয়েছে ফেব্রুয়ারিতে। তাই অসময়ের পানির ঢল থেকে ফসল রক্ষা করা যায়নি। শুধু অবহেলা বা খামখেয়ালির কারণে যদি হাওরে এমন ক্ষতি হয়ে থাকে তবে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

The Daily Amader Somoy
19 April 2017
Editorial on early flood in haor areas including Sunamganj

দৈনিক সু নামকণ্ঠ
■ সুনামগঞ্জ, শনিবার ■ ০৬ মে ২০১৭ ২

হাওরে আগাম বন্যা

পরিস্থিতি মোকাবেলায় কিছু সুপারিশ

■ এম হাফিজুল ইসলাম

বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশাল এলাকা ধরে হাওর অধ্যুষিত। সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা নিম্নাঞ্চল এবং হাওর এলাকার অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের মেঘালয় আসাম ও ত্রিপুরার পাহাড়ি এলাকায় বর্ষাকালে স্বাভাবিক বৃষ্টি ও গ্রীষ্মকালে বেশি বৃষ্টিপাত হলে বন্যার সৃষ্টি হয়। এবার বসন্তের শেষের দিকে অর্থাৎ মার্চ মাসের শেষে বৃষ্টিপাত আরম্ভ এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে গেলে এবং তা এপ্রিল জুড়ে দীর্ঘ হওয়ায় উপরোক্ত জেলাগুলি আগাম বন্যায় তলিয়ে যায়। আবহাওয়াবিদ ও পরিবেশ বিশেজ্ঞরা বলেন, এধরনের আগাম বন্যা একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর হতে পারে। আবার অনেকের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এবার তেমন শীত পড়েনি, বসন্তে গ্রীষ্মের উষ্ণতা লক্ষ করা গেছে এবং অবশেষে গ্রীষ্মের একদম শুরুতেই প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে বিশাল এলাকাজুড়ে বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ধারণাতীত। ক্ষতির ভয়াবহ চিত্র পাঠকবৃন্দ ইতিমধ্যে স্থানীয়, জাতীয় পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে সম্প্রতি সংঘটিত হয়ে গেল এক কালবৈশাখী ঝড় যা অনেকের সর্বশেষ সম্বল মাথাগোঁজার অবলম্বনটুকু কেড়ে নিয়েছে। আশঙ্কার বিষয় হলো হাওর অঞ্চলের মানুষ বিশেষ করে গরিব ও প্রান্তিক মানুষরা বোরো ফসলের উৎপাদন দিয়ে পুরো বছরের পরিবারের খাবার মজুদ রাখে। পাহাড়ি ঢলে পাউবো'র নড়বড়ে বাঁধ ভেঙে বোরো ফসল তলিয়ে যায়। উপরন্তু, উপসর্গ হিসেবে তলিয়ে যাওয়া ধানের ছড়া ও কাঁচা ধান পচে পানিতে এক ধরনের বিষক্রিয়া দেখা দেয়। ফলে হাওরবাসীর বিকল্প কর্মসংস্থান মাছের ব্যাপক মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কী পরিমাণ মাছ মারা গেছে তার পরিসংখ্যান আমরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখতে পেরেছি। আমি যখন লিখছি তখন খবর আসছে গবাদীপশুর মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতির তথ্য।

হাওর অঞ্চল বা নিম্নাঞ্চলের লোকসংখ্যা কত? প্রায় ১ কোটি। কৃষি ও মৎস্য নির্ভর অর্থনীতির হাওর এলাকার মানুষের কি পরিমাণ ক্ষতি হলো এবং এর প্রতিক্রিয়া কত দিন ধরে চলবে তার পরিসংখ্যান ও অনুমান আমাদের করতে হবে। শুধুমাত্র সরকারি হিসাব মতে ৮ লক্ষাধিক পরিবার বড় ধরনের দুর্যোগের শিকার হবেন। সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির ধরণ আমাদের চিহ্নিত করতে হবে এবং ঠিক কী ধরনের সহযোগিতা উপদ্রুত এলাকার মানুষের প্রয়োজন তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা জরুরি।

বিতর্ক আছে ধান রক্ষার জন্য নির্মিত বাঁধের সংস্কার এবং এর স্থায়ীত্বশীলতা ইত্যাদি বিষয়ে দায়িত্বশীলদের জবাবদিহিতা নিয়ে!! হাওরের উন্নয়ন যে প্রক্রিয়ায় হচ্ছে, সেই বিষয়গুলি পুনরায় খতিয়ে দেখা প্রয়োজন তা যথাযথ ও বাস্তবধর্মী কিনা? আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা? এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা ভাববেন। আমি ভাবছি পরিস্থিতি মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক ও মধ্যবর্তী কি কি বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর নজর দেওয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যে মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দুর্যোগপূর্ণ এলাকা সফর করে গেছেন এবং কিছু প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন। তার আগে কিছু বিষয় আমাদের নজরে এবং বিবেচনায় রাখতে হবে, তা হলো-

১) সাম্প্রতিক আগাম বন্যা ও তার প্রভাব আগামী শীতকাল পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। এবং প্রায় ৮ লক্ষাধিক পরিবার খাদ্যাভাবের শিকার হতে পারেন।

২) কাজের অভাবে মানুষ এলাকা ছেড়ে শহর ও মহানগরের দিকে পারি দিতে পারে।

৩) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী বিশেষ করে মেয়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়তে পারে।

৪) একেবারে নিঃস্ব কৃষক ভিটেমাটি বিক্রি করে ভূমিহীন হয়ে যেতে পারে।

৫) এলাকার মানুষের বিশেষ করে মা ও শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতি আরো নাজুক হতে পারে।

৬) অসহায় বাবা-মা তাদের অল্প বয়সী মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বাড়তে পারে।

৭) ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা নেমে আসতে পারে।

৮) রোগ-বালাই বেড়ে যেতে পারে বিশেষ করে পানিবাহিত রোগ যেমন - চর্ম, ডায়রিয়া, আমাশয় ও কৃমি ইত্যাদি।

৯) বেশিরভাগ কাচা পায়খানার মলমূত্র হাওরের পানির সাথে মিশে তা মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী হতে পারে।

১১) গবাদি পশুপাখির রোগ বালাই বাড়তে পারে।

১২) প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা বিঘ্নিত হতে পারে ফলে বিশেষ করে মাতৃস্বাস্থ্য সেবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

১৩) বন্যা দীর্ঘ হলে শাক-সবজি উৎপাদন বিঘ্নিত হবে ফলে তা দুষ্প্রাপ্য ও গরিবের নাগালের বাইরে চলে যাবে।

১৪) গবাদী পশুর খাদ্য সংকট হতে পারে। সর্বোপরি আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে কিছু তাৎক্ষণিক ও মধ্যবর্তী কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতি অনেকটা মোকাবেলা করা সম্ভব।

স্বল্প মেয়াদী পদক্ষেপ :

* কৃষকের সমস্ত ঋণ (কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু বা অন্যান্য) সরকারি ও বেসরকারি মওকুফ করা যেতে পারে।
* ক্ষতিগ্রস্ত প্রকৃত গরিবদের (দিন মজুর, ভূমিহীন ও প্রান্তিক) জন্য ৬ মাসের জন্য ফ্রি রেশন চালু করা যেতে পারে তার মধ্যে (চাল, তেল, আটা, চিনি, ডাল, লবণ, সামুদ্রিক শুটকি, খেজুর, চিড়া, সুজি ইত্যাদি) ও মাসিক কিছু নগদ টাকা নগদ প্রদান করা যেতে পারে।
* সকল পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে দুপুরের টিফিন প্রদান (বিস্কুট, হাঁসের সিদ্ধ ডিম ও খেজুর) এবং তা অবশ্যই পুষ্টি সমৃদ্ধ হতে হবে।
* কৃষকরা যাতে বাড়ির আঙিনায় উদ্ভাবনী চাষাবাদ (বস্তা পদ্ধতি, ভাসমান পদ্ধতি) করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ও প্রযুক্তি সরবরাহ করতে হবে।
* হাওর অঞ্চলে শিক্ষার্থী, সেবাকর্মী, শিক্ষক, কৃষিকর্মীদের নৌকা করে নির্ধারিত এলাকায় যাওয়ার ভাড়া মওকুফ করা যেতে পারে (এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার উদ্যোগী ভূমিকা নিতে পারে)।
* কাবিখা ও কাবিটার বিস্তৃতি বাড়াতে হবে এবং তা অবিলম্বে চালু করতে হবে।
* সরকারি ও বেসরকারি সেবা কর্মীদের বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর্মীদের একযোগে কাজ করতে হবে এবং সতর্ক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যাতে কোন বড় ধরনের জনস্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি না হয়। প্রয়োজনে সরকারি শূন্যপদে লোকবল নিয়োগ দিতে হবে। জরুরি স্বাস্থ্যসেবা যেমন প্রসবকালীন সেবা, শিশুর ডায়রিয়া এবং তারা যাতে সময়মত তাৎক্ষণিক সেবা পায় তার তদারকি বাড়াতে হবে।
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেকোন মূল্যে খোলা রাখতে হবে এবং স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।
* ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।
* পরিবার পরিকল্পনা সেবা জোরদার করতে হবে যাতে এবছর শিশু জন্ম কম হয় এবং মা ও শিশুকে বিশেষ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।
* সরকারি প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত চিকিৎসাসামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে গর্ভবতী মা ও শিশুদের।
* বাল্যবিবাহ বিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে।
* প্রচার মাধ্যমকে আরো অগ্রণী ও সতর্ক ভূমিকা পালন করতে হবে।
* কৃষককে গবাদী পশুর খাদ্য সরবরাহ ও চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে।
* আগামী কয়েক বছর হাওরের মৎস্য নিবিড়তা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় তৎপরতা চালাতে হবে। জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।
* কমিউনিটি ক্লিনিককে প্রয়োগ সেবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় তুলে আনতে হবে।

মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা :

* যথা শীঘ্র ও সময়মত কৃষককে পরবর্তী ফসলের জন্য নতুন ঋণ ও বীজ সার প্রদান করতে হবে।
* গবাদিপশু ক্রয় করার জন্য ঋণ প্রদান করতে হবে। হাওরের উপযোগী কার্যক্রম যেমন কবুতর পালনে উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।
* সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বিনা সুদে, সহজ শর্তে পরিবেদেরকে টিউবওয়েল ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন এর জন্য ঋণ প্রদান করতে পারে। ফলে পরিবারে রোগ বালাই অনেক কমে যাবে।
* হাওর এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্ষা পরবর্তী সময়ে যথাশীঘ্র সম্পন্ন করতে হবে।
* ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে নিয়োজিত সকলের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে।
* পানির বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, স্যালাইনের পর্যাপ্ত স্টক গড়ে তুলতে হবে।
* সমস্ত পরিকল্পনায় সরকার, স্থানীয় সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষজ্ঞ, মিডিয়া ও প্রবাসী নাগরিক/দেশী দাতাদের সংযুক্ত করতে হবে।
* বিশেষ ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়ার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।
* সমালোচনাকে ইতিবাচকভাবে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে।

দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা :

* হাওর অঞ্চলে একটি স্থায়ীত্বশীল কাঠামো গড়ে তোমার জন্য বর্তমান পরিকল্পনাগুলো পর্যালোচনা জরুরি। পরিবেশ প্রতিবেশের কথা বিবেচনা করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা ঢেলে সাজাতে হবে।
* শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
* সারা বছর বিদ্যুৎ সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে হবে।
* যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সড়ক নির্মাণ করে হাওরের স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বন্ধ করে কোনো ধরনের পরিকল্পনার বিপরীতে বিকল্প পরিকল্পনার (হাওরের উপর দিয়ে সেতু নির্মাণ) কথা ভাবতে হবে।
* নদীর গভীরতা বাড়ানোর জন্য নদী খননের ব্যবস্থা করতে হবে।
* হাওর অঞ্চলে উপযোগী উদ্ভাবনী চাষাবাদ ও ফলজ উৎপাদন বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
* হাওরের প্রাণ প্রকৃতি ও সার্বিক নিরাপত্তা বাড়াতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

হাওর অঞ্চলের মানুষ এমনিতেই প্রকৃতির বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে টিকে আছে। তাদের লড়াই করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, দরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এবং তা পেলে তারা ঠিকই ঘুরে দাঁড়াবে। আমাদেরকে শুধু মানসিক এবং শারীরিকভাবে হাওরবাসীর পাশে থাকতে হবে।

(লেখক : উন্নয়নকর্মী)

The Daily Sunamkantha
06 May 2017
Article on recommendations for post flood actions

ধান মাছ সব গেছে বেঁচে থাকাই দায়

■ পাগনার হাওরও তলিয়ে গেল ■ সুনামগঞ্জের ১৩৩টি ছোট-বড় হাওরের ফসল ডুবে গেছে ■ মাছ মরেছে ১২৭৬ টন ■ ১০ হাজার হাঁসের মৃত্যু ■ ১১৯ হেক্টর জমির সবজিও নষ্ট হয়েছে

আহমেদ নুর ও শামস শামীম
হাওরাঞ্চল থেকে ঢ

'মাছ আর ধান, হাওরাঞ্চলের প্রাণ'—এ কথা গর্ব করেই বলে থাকে হাওরাঞ্চলের মানুষ। কিন্তু এবার ধানও নেই, মাছও নেই। আছে শুধু সব হারানোর হাহাকার আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শঙ্কা। সর্বশেষ গতকাল সোমবার তলিয়ে গেছে পাগনার হাওরের অবশিষ্ট অংশ। একের পর এক হাওর পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় পুরো সুনামগঞ্জ জেলার কৃষি অর্থনীতি এখন চরম হুমকির মুখে। পরিবেশ ও জলজ জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

মার্চের শেষের দিকে টানা বর্ষণ ও উজান থেকে নামা পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের হাওরাঞ্চল প্লাবিত হয়ে আধাপাকা ও কাঁচা বোরো ধান তলিয়ে যায়। হাওরের পানিদূষণে ও পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকায় প্রায় ৪১ কোটি টাকা মূল্যের এক হাজার ২৭৬ টন মাছ মারা গেছে বলে গতকাল প্রতিবেদন দিয়েছে মৎস্য অধিদপ্তর। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

'জাতীয় দুর্যোগপ্রবণ এলাকা' ঘোষণা করুন ■ দুর্যোগের প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন ▶ পৃষ্ঠা ২
সম্পাদকীয় ▶ পৃষ্ঠা ১৪
নিবন্ধ ▶ পৃষ্ঠা ১৫

শনির হাওর ডুবে যাওয়ায় সোনালি ধান ঘরে তোলার স্বপ্ন তলিয়ে যায় কৃষকের। গতকাল কয়েকজন কৃষককে পানির নিচ থেকে ধান কেটে তুলতে দেখা যাচ্ছে। ছবি : আশকার আমিন রাব্বি

The Daily Kaler Kantha News on early flood

The Daily Prothom Alo
News on early flood

সর্বশেষ পাকনার হাওরও পানির নিচে

১৪২টি হাওরের সব ফসল তলিয়ে গেল

উজ্জ্বল মেহেদী ও খলিল রহমান সুনামগঞ্জ থেকে

পানির তোড়ে আবারও বাঁধ ভাঙল। পুরোপুরি ডুবে গেল পাকনার হাওর। ভাঙা মন নিয়ে ফিরলেন হাওর রক্ষায় স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ করা কৃষক আর গ্রামবাসী। সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার এই হাওর আগেই ডুবতে শুরু করেছিল। গতকাল সোমবার টিকে থাকা শেষ বাঁধটি ভেঙে হাওরে প্রবল বেগে পানি ঢুকে ধানি জমি তলিয়ে যায়। এর ফলে ১৪২টি ফসলি হাওরের সব কটির ফসল ডুবে গেছে।

এর আগের দিন রোববার ভোরে পাঁচটি স্থানে বাঁধ ভেঙে ডুবে যায় শনির হাওর। পানিতে তলিয়ে যায় ২২ হাজার একর জমির বোরো ধান। ২৫ দিনের প্রাণান্তকর চেষ্টা শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির কাছে হার মানে।

> সুনামগঞ্জে ফসলহানি। দেড় হাজার কিলোমিটার বাঁধের পুরোটাই পানির নিচে। তলিয়ে গেছে দেড় লাখ হেক্টর জমির বোরো ধান

পাকনার হাওরে প্রায় ২০ হাজার একর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছিল। জামালগঞ্জ উপজেলা সদর, ভীমখালি ও ফেনারবাক ইউনিয়নের ৬০টি গ্রামের মানুষের জমি আছে এই হাওরে। গতকাল ভোরে হাওরের উড়ারকান্দি এলাকার বাঁধটি ভেঙে যায়।

জামালগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দারা জানান, প্রায় ২৩ দিন ধরে স্থানীয় কৃষক-জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের লোকজন পাকনার হাওর রক্ষার চেষ্টা করছিলেন। ভীমখালি গ্রামের বাসিন্দা আক্তারুজ্জামান বলেন, 'আমাদের সব শ্রম ভেসে গেল। চোখের সামনে তলিয়ে গেল সোনার ধান। অসহায়ের মতো চেয়ে চেয়ে দেখছি।' ভীমখালি গ্রামের কৃষক মনির হোসেন বলেন, 'হাওরে আমার চার একর জমি ছিল। ভাবছিলাম, এই ফসল কাটতে পারব। আর একটা সপ্তাহ সময় পেলেই হতো। কিন্তু সময় আর পেলাম না। আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম।'

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. জাহেদুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, সুনামগঞ্জে মোট ফসলি হাওরের সংখ্যা ছোট-বড় মিলিয়ে ১৪২টি। সব হাওরই ডুবে গেছে। তলিয়ে গেছে দেড় লাখ হেক্টর জমির বোরো ধান। এবার জেলায় ২ লাখ ২৩ হাজার ৮৫০ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছিল। ধানের (চালে) লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯ লাখ ৩০ হাজার মেট্রিক টন। তবে স্থানীয় কৃষকেরা বলছেন, আবাদ করা ধানের প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি জানান, জেলায় দেড় হাজার কিলোমিটার বাঁধ রয়েছে। পুরোটাই এখন পানির নিচে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

■ হাওরাঞ্চলের কৃষিঋণ আদায় স্থগিত : পৃষ্ঠা-১৩
■ নিবন্ধ : 'দুর্নীতিবাজদের' সামাজিক সমস্যা : পৃষ্ঠা-১১

দৈনিক www.dainikjalalabad.com

জালালাবাদ

THE DAILY JALALABAD

২৮৯, সিলেট শনিবার, ১৩ জৈষ্ঠ্য ১৪২৪, ২৭ মে ২০১৭, ৩০ শাবান ১৪৩৮, SATARDAY, MAY 27, 2017 পৃষ্ঠা ৪ মূল্য

কৃষির বিকল্প

বস্তায় সবজী চাষ, বিশ্বম্ভরপুরে ৩ হাজার নারী স্বাবলম্বী

খালেদ আহমদ, বিশ্বম্ভরপুর থেকে ফিরে

বস্তায় সবজী চাষ, বিশ্বম্ভরপুরে

Name of the Newspaper: Daily Jalalabad/Divisional level newspaper

Date of publication: 27 May 2017

Brief on News: News focus on success on SAC gardening that is facilitating by N@C:H

দৈনিক
সিলেটের ডাক

বুধবার ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বাংলা ঃঃ ১৮ রমজান
১৪৩৮ হিজরী ঃঃ ১৪ জুন ২০১৭

সুনামগঞ্জে দুর্যোগকালীন বিকল্প কৃষি ও জীবিকায়ন বিষয়ক কর্মশালা

সুনামগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি ঃ দুর্যোগকালীন বিকল্প কৃষি ও জীবিকায়ন বিষয়ক এক কর্মশালা গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। কেয়ার বাংলাদেশ-এর নিউট্রিশন এট দি সেন্টার : হোমগ্রোণ প্রকল্পের উদ্যোগে স্থানীয় সংবাদকর্মীদের নিয়ে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. জাহেদুল হকের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন, জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা মো. বেলাল হোসেন, উন্নয়ন সংস্থা জেসিস'র জেলা কর্মকর্তা গোলাম হোসেন, এমএন্ডই ম্যানেজার এম হাসানউজ্জামান, বিটিভি'র জেলা সংবাদদাতা আইনুল ইসলাম বাবলু, দৈনিক ইনকিলাবের জেলা সংবাদদাতা আজিজুল ইসলাম চৌধুরী, মানবকণ্ঠ ও সিলেটের ডাক'র জেলা প্রতিনিধি শাহজাহান চৌধুরী, মাছরাঙা টেলিভিশনের প্রতিনিধি এমরানুল হক চৌধুরী, সময় টেলিভিশনের প্রতিনিধি হিমাদ্রি শেখর ভদ্র, এনটিভি'র প্রতিনিধি দেওয়ান গিয়াস চৌধুরী, ব্র্যাকের সুনামগঞ্জ জেলা ব্যবস্থাপক মনির হোসেন প্রমুখ। কেয়ার বাংলাদেশ-এর নলেজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড এডভোকেসি'র টেকনিক্যাল ম্যানেজার এম হাফিজুল ইসলামের সঞ্চালনায় এ প্রকল্পের সিনিয়র টেকনিক্যাল ম্যানেজার-নাজনীন রহমান একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগের সাথে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং রোগবালাই এর সম্পর্ক তুলে ধরেন। একইভাবে 'দুর্যোগকালীন বিকল্প কৃষি এবং জীবিকায়ন'এর উপর আরেকটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন কেয়ার বাংলাদেশের টেকনিক্যাল ম্যানেজার (লাইভলীহুড) গৌরাঙ্গ সাহা।

কেয়ার বাংলাদেশ-এর টেকনিক্যাল ম্যানেজার (ফিল্ড অপারেশন) আল আমীনের পরিচালনায় কর্মশালায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তা ও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

কর্মশালায় কৃষি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. জাহেদুল হক এবং জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. বেলাল হোসেন পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিজ নিজ অধিদপ্তর এবং সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন।

হাফিজুল ইসলাম কর্মশালায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে তার উপস্থাপনায় সাম্প্রতিক আগাম বন্যায় স্থানীয় সাংবাদিকদের ভূমিকা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনের উপর একটি ভিডিও প্রতিবেদন প্রদর্শন করা হয়। সংবাদপত্রে দুর্যোগের সংবাদের ফলাফল হিসেবে বিভিন্ন সেক্টর যেভাবে সাড়া দিয়েছে তার পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়াও আগামীতে সাম্প্রতিক বন্যার দীর্ঘকালীন প্রভাবের উপর ফলোআপ প্রতিবেদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন, দৈনিক সুনামগঞ্জ প্রতিদিনের উপদেষ্টা সম্পাদক কামরুজ্জামান চৌধুরী শাফী, দৈনিক সংবাদ ও শ্যামল সিলেটের জেলা প্রতিনিধি লতিফুর রহমান রাজু, দৈনিক সিলেট বাণীর প্রতিনিধি মাসুক মিয়া, আরটিভির স্টাফ রিপোর্টার ও দৈনিক আজকের সুনামগঞ্জ'র সম্পাদক আবেদ মাহমুদ চৌধুরী, যুগান্তর'র জেলা প্রতিনিধি মাহবুবুর রহমান পীর, এসএটিভি'র প্রতিনিধি মাহতাব উদ্দিন তালুকদার, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও বাংলাভিশনের প্রতিনিধি মাসুম হেলাল, চ্যানেল আই'র প্রতিনিধি একেএম মহিম, দৈনিক সময়ের সম্পাদক সেলিম আহমেদ তালুকদার, আমাদের সময়ের জেলা প্রতিনিধি বিন্দু তালুকদার, ইত্তেফাক ও নিউজ-২৪ এর প্রতিনিধি বুরবাহ উদ্দিন, যমুনা টিভি'র প্রতিনিধি মাহমুদুর রহমান তারেক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি'র প্রতিনিধি জাকির হোসেন, সাংবাদিক আকরাম উদ্দিন, আমিনুল হক প্রমুখ।

Name of the Newspaper:
Sylheter Dak
Date of publication:
14 June 2017
Brief on News:
Workshop news on Alternative agriculture and livelihood option during disasters

দৈনিক
সুনামগঞ্জের সময়
সত্য প্রকাশে অবিচল

সুনামগঞ্জ ॥ বুধবার ॥ ১৪ জুন, ২০১৭ খ্রি. ॥ ১ আষাঢ় ১৪২৪ বঙ্গাব্দ ॥ ১৮ রমজান ১৪৩৮ হিজরি ॥ বর্ষ-০১ ॥ সংখ্যা-২৬৭

সরকার ৩ লাখ ১৫ হাজার কৃষককে কৃষি সহায়তার আওতায় নিয়ে আসবে -মো: জাহেদুল হক, উপ-পরিচালক-কৃষি

স্টাফ রিপোর্টার:
কেয়ার বাংলাদেশের নিউট্রিশন এট দি সেন্টার হোমগ্রোন প্রকল্প সংবাদ কর্মীদের জন্য আয়োজিত "দুর্যোগকালীন বিকল্প কৃষি ও জীবিকায়ন" শীর্ষক এক কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে মো: জাহেদুল হক, উপ-পরিচালক-কৃষি বলেন, সরকার ৩ লাখ ১৫ হাজার কৃষককে কৃষি সহায়তার আওতায় নিয়ে আসবে। কর্মশালায় জেলা প্রাণীজ সম্পদ কর্মকর্তা ডা:মোবেলাল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। গতকাল মঙ্গলবার জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।কর্মশালায় সাম্প্রতিক আগাম বন্যায় স্থানীয় সাংবাদিকদের ভূমিকা গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয় এবং এর উপর একটি প্রতিবেদন দেখানো ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

সরকার ৩ লাখ ১৫ হাজার কৃষককে
(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
হয়। এবং ফলাফল হিসেবে বিভিন্ন সেক্টর যেভাবে সাড়া দিয়েছে তার পর্যালোচনা করা হয়। তাছাড়া আগামীতে সাম্প্রতিক বন্যার দীর্ঘকালীন প্রভাবের উপর ফলোআপ প্রতিবেদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেসনটি পরিচালনা করেন এম হাফিজুল ইসলাম-টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নলেজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড এডভোকেসি। প্রকল্পের কর্মকান্ড এবং "দুর্যোগকালীন বিকল্প কৃষি ও জীবিকায়ন" এর উপর একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন গৌরাঙ্গ সাহা, -টেকনিক্যাল ম্যানেজার-লাইভলীহুড। দুর্যোগ সহনশীল ও তার সাথে খাপ খাওয়ানো বিষয়টির উপর যে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত তা এই উপস্থাপনায় দেখানো হয়। প্রকল্পের সিনিয়র টেকনিক্যাল ম্যানেজার -নাজনীন রহমান একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগ এর সাথে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং রোগ বালাই এর সম্পর্ক তুলে ধরেন।সভাপতি এবং বিশেষ অতিথির বক্তব্যে যথাক্রমে উপ-পরিচালক-কৃষি, জনাব মো: জাহেদুল হক এবং জেলা প্রাণীজ সম্পদ কর্মকর্তা ডা:মো বেলাল হোসেন পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্ব-স্ব অধিদপ্তর এবং সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন। স্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকগন বক্তব্য রাখেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তা ও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ। আল আমীন-টেকনিক্যাল ম্যানেজার-ফিল্ড অপারেশন কর্মশালাটি পরিচালনা করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রকল্পের ব্র্যাকের ডিবিআর জনাব মনীর হোসেন, গোলাম হোসেন -জেলা কর্মকর্তা -ক্লেসিস, এবং এম হাসানউজ্জামান- এমএন্ডই ম্যানেজার বক্তব্য রাখেন।

Name of the Newspaper:
Sunamganjer Khobor
Date of publication:
14 June 2017
Brief on News:
Workshop news on Alternative agriculture and livelihood option during disasters

দৈনিক
সুনামকণ্ঠ
সত্য প্রকাশে দ্বিধাহীন

www.sunamkantha.com

■ সুনামগঞ্জ, বুধবার ■ ১৪ জুন ২০১৭ ■ ০১ আষাঢ় ১৪২৪ ■ ১৮ রমজান ১৪৩৮ ■ বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৬০

নিউট্রিশন এট দি সেন্টার হোমগ্রোন প্রকল্পের কর্মশালা

স্টাফ রিপোর্টার ::
'দুর্যোগকালীন বিকল্প কৃষি ও জীবিকায়ন' বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউট্রিশন এট দি সেন্টার হোমগ্রোন প্রকল্প'র আয়োজনে এবং কেয়ার বাংলাদেশ'র সহযোগিতায় মঙ্গলবার বিকেলে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. জাহেদুল হক। এতে বিশেষ অতিথির ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউট্রিশন এট দি
বক্তব্য রাখেন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বেলাল হোসেন, সিনিয়র টেকনিক্যাল ম্যানেজার নাজনীন রহমান, টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর নলেজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডভোকেসি এম হাফিজুল ইসলাম। কর্মশালায় হোমগ্রোন প্রকল্প'র কর্মকৌশল, কাজ সমূহ, ভাসমান সবজি বাগান, বস্তায় সবজি চাষ, উল্লম্ব বাগান তৈরি, কী হোল বাগান তৈরি, বেডে সবজি চাষের সুবিধা, হাঁস পালন, ফিস পাউডারের ব্যবহার, গর্ভবতী মায়েদের এবং শিশুদের খাবার ও পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন টেকনিক্যাল ম্যানেজার আল-আমিন, এম এন্ড ই ম্যানেজার মো. হাসান উছমান, জৈন্তা ছিন্নমূল সংস্থার জেলা ম্যানেজার গোলাম হোসেন। গণমাধ্যম কর্মীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এমরানুল হক চৌধুরী, হিমাদ্রী শেখর ভদ্র, গিয়াস চৌধুরী, শাহজাহান চৌধুরী, আইনুল ইসলাম বাবুল প্রমুখ। অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন টেকনিক্যাল অফিসার (লাইভহুড) গৌরাঙ্গ সাহা।

Name of the Newspaper:
Daily Sunamkantha
Date of publication:
14 June 2017
Brief on News:
Workshop news on Alternative agriculture and livelihood option during disasters

দৈনিক www.sunamganjerkhobor.com আঁধারচেরা আলোর ঝলক

সুনামগঞ্জের খবর

সুনামগঞ্জ । বুধবার । ১৪ জুন ২০১৭ । ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ । ১৮ রমজান ১৪৩৮ । রেজি.নং চ-৬৭১/১৪ । বর্ষ ৫, সংখ্যা ৩০৫

কেয়ার বাংলাদেশ এর কর্মশালা -ছবি: সু.খবর

কেয়ার বাংলাদেশ এর কর্মশালায় বক্তারা

হাওরের পরিস্থিতি তুলে ধরার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা ছিল অসাধারণ

স্টাফ রিপোর্টার

কেয়ার বাংলাদেশ এর নিউট্রিশন এট দি সেন্টার: হোমগ্রোণ প্রকল্পের আয়োজনে জেলা পর্যায়ের ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া কর্মীদের সাথে 'দুর্যোগকালীন বিকল্প কৃষি ও জীবিকায়ন' শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হবে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষি মো: জাহেদুল হকের সভাপতিত্বে ও কেয়ার বাংলাদেশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

হাওরের পরিস্থিতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রকল্পের নলেজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড এডভোকেসি টেকনিক্যাল ম্যানেজার এম হাফিজুল ইসলামের সঞ্চালনায় কর্মশালায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডা: মো: বেলাল হোসেন, প্রকল্পের সিনিয়র টেকনিক্যাল ম্যানেজার নাজনীন রহমান, ব্র্যাকের জেলা প্রতিনিধি মো. মনিরুজ্জামান। সাংবাদিকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, অ্যাড. আইনুল ইসলাম বাবুল, অ্যাড. আজিজুল ইসলাম চৌধুরী, হিমাদ্রি শেখর ভদ্র মিটু, ইমরানুল হক চৌধুরী, দেওয়ান গিয়াস চৌধুরী প্রমুখ।

প্রকল্পের কর্মকান্ড এবং 'দুর্যোগকালীন বিকল্প কৃষি ও জীবিকায়ন' এর উপর একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন প্রকল্পের লাইভলী হুড টেকনিক্যাল ম্যানেজার গৌরাঙ্গ সাহা। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন, প্রকল্পের টেকনিক্যাল ম্যানেজার ফিল্ড অপারেশন আল আমীন, জেসিস-এর জেলা কর্মকর্তা

Name of the Newspaper:
Sunamganjer Khobor
Date of publication:
14 June 2017
Brief on News:
Workshop news on Alternative agriculture and livelihood option during disasters

সুনামগঞ্জের ডাক

THE DAILY SUNAMGANJER DAK

সুনামগঞ্জ । শনিবার । ৬ মে, ২০১৭ খ্রি । ২৩ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

হাওরাঞ্চলে এনজিওকে কিস্তি আদায় বন্ধ রাখার অনুরোধ

সংবাদে প্রকাশ, হাওরাঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি আদায় এক বছরের জন্য বন্ধ রাখতে দেশের ছোট-বড় সব এনজিওর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে এই অনুরোধ জানানো হয়েছে। ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এই কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, সরকার হাওরাঞ্চলে এক বছরের জন্য কৃষিঋণ মওকুফ করেছে। তবে এনজিওগুলো দুর্যোগের মধ্যেই ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি উঠাচ্ছে। হাওরাঞ্চলে ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ বা দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

হাওরাঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও অতি দরিদ্র ৩ লাখ ৩০ হাজার পরিবারের মাঝে সরকারি খাদ্য সহায়তা বিতরণ শুরু হয় গত মঙ্গলবার। মন্ত্রী নিজে নেত্রকোনার বারহাট্টা ও মদন উপজেলায় খাদ্যশস্য বিতরণের মাধ্যমে ১০০ দিনের এ কর্মসূচি শুরু করেন। সরকারি কর্মকর্তাদের বন্যাকবলিত এলাকায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন তিনি।

উল্লেখ্য, নেত্রকোনা জেলায় সাধারণ ত্রাণ হিসেবে ১৪৮ মেট্রিক টন চাল এবং ৩৪ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এর মধ্য থেকে ৫০ হাজার দরিদ্র পরিবারকে বিশেষ ভিজিএফের মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দেয়া হচ্ছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ১০ টাকা কেজি দরে চাল ও ১৫ টাকা কেজি দরে ওএমএস চালু থাকবে বলে মন্ত্রী জানান।

বিস্ময়কর গুণাবলি সমৃদ্ধ সজনা পাতা

এম হাফিজুল ইসলাম মারুফ

একটি পুরাতন প্রবাদ বাক্য চালু আছে যে,সজনা পাতা ৩০০টি রোগ প্রতিরোধ করে। এতে রয়েছে প্রচুর পুষ্টি উপাদান। এটি পুষ্টিবোমা নামেও পরিচিত।

সজনার বোটানিক্যাল নাম: মরিঙ্গা ওলিফেরা, ইংরেজিতে 'ড্রামস্টিক ট্রি' নামে বহুল প্রচলিত এবং বাংলায় একে সজনা নামে ডাকা হয়।

প্রোটিন, আমাদের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি যা অ্যামাইনো এসিড নিয়ে গঠিত। সাধারণত প্রাণিজ খাদ্য উৎস যেমন, মাংস, ডিম এবং দুগ্ধজাত খাদ্য দ্রব্যে সকল ধরণের প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড রয়েছে। বিস্ময়করভাবে সজনা পাতার মধ্যে এসকল উপাদান উপস্থিত।

ভিটামিন সি আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে জোরদার করে এবং সংক্রামক রোগ সমূহ প্রতিরোধ করে যার মধ্যে রয়েছে ঠান্ডাজনিত অসুখ ও ফ্লু। সাইট্রাস ফল যেমন কমলা ও লেবুর মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি। সজনা পাতায় থাকা ভিটামিন সি এর পরিমাণ এর থেকেও বেশি। কমলার চেয়ে ৭ গুণ বেশি ভিটামিন সি রয়েছে সজনা পাতায়।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের জন্য পটাশিয়াম একটি অপরিহার্য উপাদান। কলা হচ্ছে পটাশিয়াম এর একটি উৎকৃষ্ট উৎস। সজনা পাতায় এর চেয়ে ৩ গুণ বেশি পরিমাণ পটাশিয়াম বিদ্যমান।

ভিটামিন এ চোখ, ত্বক ও হৃদপিণ্ড, ডায়রিয়া জনিত এবং আরো বিভিন্ন ধরনের অসুখ প্রতিহত করে। গাজরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এ, কিন্তু সজনা পাতায় এরচেয়েও অনেক বেশি পরিমাণ ভিটামিন এ রয়েছে। গাজরের চেয়ে ৪ গুণ বেশি ভিটামিন এ রয়েছে সজনা পাতায়। এবং কলার চেয়ে ৩ গুণ পটাশিয়াম সমৃদ্ধ।

হাড় ও দাঁতের মজবুত গঠনের জন্য ক্যালসিয়াম প্রয়োজন, যা অস্টিওপরোসিস প্রতিরোধে সহায়তা করে। দুধের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম, কিন্তু মরিঙ্গা পাতায় থাকা ক্যালসিয়াম এর পরিমাণ আরো অনেক বেশি।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য

আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সজনা পাতার রয়েছে অসাধারণ পুষ্টি গুণ যা আমাদের দেহে শক্তি যোগায় এবং বিভিন্ন রকম রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

সহজে ফলন যোগ্য:

- বীজ বপন অথবা কলমের মাধ্যমে
- চাষের অনুপযুক্ত মাটিতে
- খুব বেশি যত্নের প্রয়োজন নেই
- পানির প্রয়োজন অতি সামান্য
- ৮ মাসের মধ্যে ফুল ও পাতা উৎপন্ন হয়

সহজে ব্যবহারযোগ্য:

- যেকোনো তরকারির সাথে টাটকা অথবা শুকনো পাতা মিশানো যায়
- পাতা শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়
- ৮ থেকে ২৪ গ্রাম পাতা থেকে তৈরিকৃত গুঁড়ো প্রতিদিন গ্রহণ করলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়

কি করবেন

- আজই আপনার অব্যবহৃত জমিতে একটি সজনা চারা রোপণ করুন
- খাবারের তালিকায় সজনা পাতার গুঁড়ো যুক্ত করুন
- এই তথ্যটি তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিন যারা আমাদের পৃথিবীকে একটি স্বাস্থ্যসম্মত ও মেধাবী প্রজন্ম উপহার দিতে পারে।

সতর্কতা: বসতবাড়ি থেকে দূরে চাষ করা উচিত কারণ এসব উদ্ভিদ অবাঞ্ছিত শুঁয়োপোকার উপদ্রব ঘটায়।

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সম্পাদনা:
এম হাফিজুল ইসলাম মারুফ, উন্নয়নকর্মী।

Name of the Newspaper:
Sunamganjer Dak
Date of publication:
06 May 2017
Brief on News:
An article written by M Hafijul Islam of CARE Bangladesh on Nutrition Importance on Moringa leaves

বিস্ময়কর গুণাবলির সজনেপাতা

Name of the Newspaper:
Weekly Annaya
Date of publication:
May 2017
Brief on News:
An article written by M Hafijul Islam of CARE Bangladesh on Nutrition Importance on Moringa leaves

দৈনিক
সময়ের সাহসী কণ্ঠ
সুনামগঞ্জ প্রতিদিন
The Daily Sunamganj protidin

দূর্যোগকালীন বিকল্প কৃষি ও জীবিকারন বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রতিদিন প্রতিবেদক

সুনামগঞ্জে দূর্যোগকালীন বিকল্প কৃষি ও জীবিকারন বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে নিউট্রেশন এট দি সেন্টার হোমগ্রোন প্রকল্প কেয়ার বাংলাদেশের আয়োজনে শহরের মল্লিকপুরস্থ জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কেয়ার বাংলাদেশের সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার নাজনীন রহমানের সভাপতিত্বে ও প্রতিষ্ঠানের কো-অর্ডিনেটর হাফিজুল ইসলামের সঞ্চালনায় কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ জাহেদুল ইসলাম, জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মোঃ বেলাল হোসেন,কেয়ারের টেকনিক্যাল অফিসার

দূর্যোগকালীন বিকল্প কৃষি

গৌরাঙ্গ চন্দ্র সাহা প্রমুখ। নেতৃবৃন্দরা বলেন,সম্প্রীতি অকাল বণ্যায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ সুনামগঞ্জের কৃষক ও কৃষানীদেও জীবন জীবিকার মাধ্যমে তাদের বেচে থাকার প্রয়োজনে দূর্যোগকালীন সময়ে বিকল্প কৃষি ও জীবিকারণের জন্য হাঁস মুরগী পালন,সবজি চাষের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এজন্য কেয়ার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ঐ সমস্ত ফসলহারা ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদেও বাচিয়ে রাখার স্বার্থে সবধরনের উদ্যোগে নেয়ার আহবান জানানো হয়।

Name of the Newspaper:
Sunamganj Protidin
Date of publication:
14 June 2017
Brief on News:
Workshop news on Alternative agriculture and livelihood option during disasters

দৈনিক
আলোকিত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে
সুনামগঞ্জের ডাক
THE DAILY SUNAMGANJER DAK www.sunamganjerdak.com
সুনামগঞ্জ ॥ বুধবার ॥ ১৪ জুন, ২০১৭ খ্রি. ॥ ১ আষাঢ় ১৪২৪ বঙ্গাব্দ ॥ ১৮ রমজান ১৪৩৮ হিজরি ॥ বর্ষ-০৩ ॥ সংখ্যা-৫৯ ॥ পৃষ্ঠা-৪ ॥ মূল্য ৩ টাকা

দুর্যোগকালীন বিকল্প কৃষি ও জীবিকায়ন বিষয়ক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক : দুর্যোগকালীন বিকল্প কৃষি ও জীবিকায়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে কেয়ার বাংলাদেশের নিউট্রিশন এট দি সেন্টার :হোমগ্রোণ প্রকল্পের উদ্যোগে স্থানীয় সংবাদকর্মীদের নিয়ে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. জাহেদুল হকের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. বেলাল হোসেন, উন্নয়ন সংস্থা জেসিস'র জেলা কর্মকর্তা গোলাম হোসেন, এমএন্ডই ম্যানেজার এম হাসানউজ্জামান, বিটিভি'র জেলা সংবাদ প্রতিনিধি ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

দুর্যোগকালীন বিকল্প

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আইনুল ইসলাম বাবলু, দৈনিক ইনকিলাবের জেলা সংবাদদাতা আজিজুল ইসলাম চৌধুরী, মানবকণ্ঠ ও সিলেটের ডাক'র জেলা প্রতিনিধি শাহজাহান চৌধুরী, মাছরাঙা টেলিভিশনের প্রতিনিধি এমরানুল হক চৌধুরী, সময় টেলিভিশনের প্রতিনিধি হিমাদ্রি শেখর ভদ্র, এনটিভি'র প্রতিনিধি দেওয়ান গিয়াস চৌধুরী, ব্র্যাকের সুনামগঞ্জ জেলা ব্যবস্থাপক মনির হোসেন প্রমুখ। কেয়ার বাংলাদেশের নলেজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড এডভোকেসি'র টেকনিক্যাল ম্যানেজার এম হাফিজুল ইসলামের সঞ্চালনায় এ প্রকল্পের সিনিয়র টেকনিক্যাল ম্যানেজার-নাজনীন রহমান একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগের সাথে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং রোগবালাইয়ের সম্পর্ক তুলে ধরেন। একইভাবে "দুর্যোগকালীন বিকল্প কৃষি এবং জীবিকায়ন"এর উপর আরেকটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন কেয়ার বাংলাদেশের টেকনিক্যাল ম্যানেজার(লাইভলীহুড) গৌরাঙ্গ সাহা ।

কেয়ার বাংলাদেশের টেকনিক্যাল ম্যানেজার(ফিল্ড অপারেশন) আল আমীন'র পরিচালনায় কর্মশালায় প্রশ্নোত্তরপর্বে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তা ও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

কর্মশালায় কৃষি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. জাহেদুল হক এবং জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো বেলাল হোসেন পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিজ নিজ অধিদপ্তর এবং সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন।

হাফিজুল ইসলাম কর্মশালায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে তার উপস্থাপনায় সাম্প্রতিক আগাম বন্যায় স্থানীয় সাংবাদিকদের ভূমিকা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনের উপর একটি ভিডিও প্রতিবেদন প্রদর্শন করা হয়।

সংবাদপত্রে দুর্যোগের সংবাদের ফলাফল হিসেবে বিভিন্ন সেক্টর যেভাবে সাড়া দিয়েছে তার পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়াও আগামীতে সাম্প্রতিক বন্যার দীর্ঘকালীন প্রভাবের উপর ফলোআপ প্রতিবেদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন, দৈনিক সুনামগঞ্জ প্রতিদিনের উপদেষ্টা সম্পাদক কামরুজ্জামান চৌধুরী শাকী, দৈনিক সংবাদ ও শ্যামল সিলেটের জেলা প্রতিনিধি লতিফুর রহমান রাজু, দৈনিক সিলেট বানীর প্রতিনিধি মাসুক মিয়া, আরটিভির স্টাফ রিপোর্টার ও দৈনিক আজকের সুনামগঞ্জ'র সম্পাদক আবেদ মাহমুদ চৌধুরী, যুগান্তর'র জেলা প্রতিনিধি মাহবুবুর রহমান পীর, এসএটিভি'র প্রতিনিধি মাহতাব উদ্দিন তালুকদার, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও বাংলাভিশনের প্রতিনিধি মাসুম হেলাল, চ্যানেল আই'র প্রতিনিধি একেএম মহিম,দৈনিক সময়ের সম্পাদক সেলিম আহমেদ তালুকদার, আমাদের সময়ের জেলা প্রতিনিধি বিন্দু তালুকদার, ইত্তেফাক ও চ্যানেল২৪ এর প্রতিনিধি বুরহান উদ্দিন, যমুনা টিভি'র প্রতিনিধি মাহমুদুর রহমান তারেক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি'র প্রতিনিধি জাকির হোসেন, সাংবাদিক আকরাম উদ্দিন,আমিনুল হক প্রমুখ।

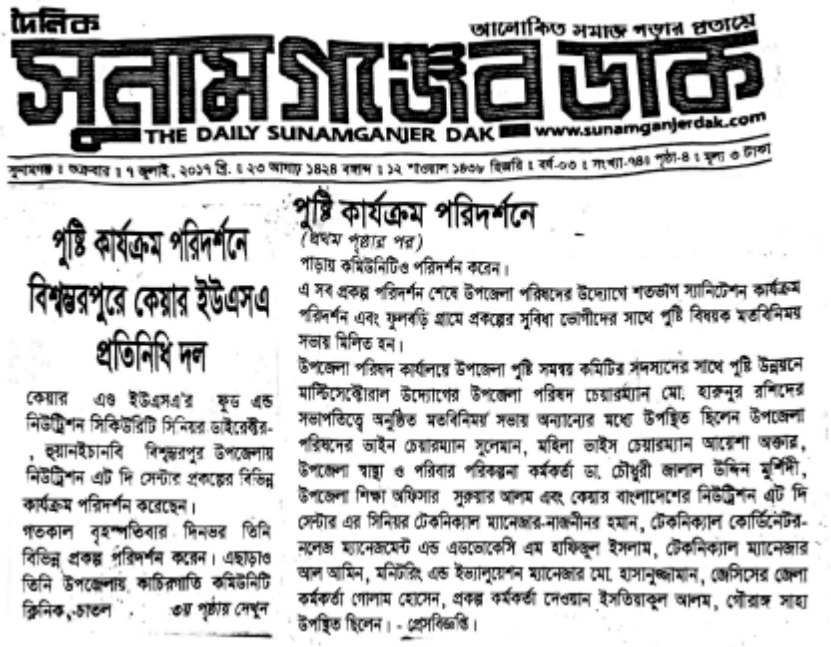

Name of the Newspaper:
Sunamganjer Dak
Date of publication:
14 June 2017
Brief on News:
Workshop news on Alternative agriculture and livelihood option during disasters

দৈনিক
আলোকিত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে
সুনামগঞ্জের ডাক
THE DAILY SUNAMGANJER DAK www.sunamganjerdak.com
সুনামগঞ্জ ॥ শুক্রবার ॥ ৭ জুলাই, ২০১৭ খ্রি. ॥ ২৩ আষাঢ় ১৪২৪ বঙ্গাব্দ ॥ ১২ শাওয়াল ১৪৩৮ হিজরি ॥ বর্ষ-০৩ ॥ সংখ্যা-৭৪॥ পৃষ্ঠা-৪ ॥ মূল্য ৩ টাকা

পুষ্টি কার্যক্রম পরিদর্শনে বিশম্ভরপুরে কেয়ার ইউএসএ প্রতিনিধি দল

কেয়ার এণ্ড ইউএসএ'র ফুড এন্ড নিউট্রিশন সিকিউরিটি সিনিয়র ডাইরেক্টর- , হুয়ানইচানবি বিশম্ভরপুর উপজেলায় নিউট্রিশন এট দি সেন্টার প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিনভর তিনি বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি উপজেলার কাচিরগাতি কমিউনিটি ক্লিনিক,চাতল ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

পুষ্টি কার্যক্রম পরিদর্শনে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পাড়ায় কমিউনিটিও পরিদর্শন করেন।

এ সব প্রকল্প পরিদর্শন শেষে উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে শতভাগ স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিদর্শন এবং ফুলবাড়ি গ্রামে প্রকল্পের সুবিধা ভোগীদের সাথে পুষ্টি বিষয়ক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সদস্যদের সাথে পুষ্টি উন্নয়নে মাল্টিসেক্টোরাল উদ্যোগের উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. হারুনুর রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুলেমান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা আক্তার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. চৌধুরী জালাল উদ্দিন মুর্শিদী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার সুকুমার আলম এবং কেয়ার বাংলাদেশের নিউট্রিশন এট দি সেন্টার এর সিনিয়র টেকনিক্যাল ম্যানেজার-নাজনীনর রহমান, টেকনিক্যাল কোর্ডিনেটর-নলেজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড এডভোকেসি এম হাফিজুল ইসলাম, টেকনিক্যাল ম্যানেজার আল আমিন, মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন ম্যানেজার মো. হাসানুজ্জামান, জেসিসের জেলা কর্মকর্তা গোলাম হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা দেওয়ান ইসতিয়াকুল আলম, গৌরাঙ্গ সাহা উপস্থিত ছিলেন। - প্রেসবিজ্ঞপ্তি।

Name of the Newspaper:
Sunamganjer Dak
Date of publication:
07 July 2017
Brief on News:
Report on Juan Echnove visit to Sunamganj

www.dailyajkersunamganj.com
দৈনিক আজকের সুনামগঞ্জ
সত্য ও সুন্দরের পক্ষে

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ (১-৭ আগষ্ট) মাতৃদুগ্ধপান টেকসই করতে –আসুন ঐক্যবদ্ধ হইঃ কমিউনিটি ক্লিনিকের ভূমিকা

এম হাফিজুলইসলাম, টেকনিক্যাল কোর্ডিনেটর-নলেজম্যানেজমেন্ট এন্ড এডভোকেসি,
কেয়ারবাংলাদেশ: আগস্ট ২, ২০১৭

প্রতি বছরের ন্যায়আবারোআমাদেরসামনেউপস্থিত হয়েছেবিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ (১-৭ আগষ্ট) ২০১৭। বাংলাদেশ সরকারবিশেষ গুরুত্ব সহকারেদিবসটিপালনকরে থাকে। এরপ্রতিফলনআমরা দেখতে পাই জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে প্রায়ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় অংশগ্রহন। উনার উপস্থিতি স্বাস্থ্য সেবার সাথে জড়িত মানবসম্পদকে লক্ষ্য বাস্তবায়নে দারুনভাবে উজ্জীবিত করে থাকে।

আমরাপ্রায়সবাইজানি সুস্থ্য ও মেধাবীপ্রজন্ম গঠনেমাতৃদুগ্ধপানএর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু মাতৃদুগ্ধ পানেরকাংঙ্খিতলক্ষ্য অর্জন থেকে আমরা এখনো অনেক দূরে। পরিবর্তনশীলবিশ্বেরবিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও চর্চালক্ষ্য অর্জনে বাঁধাহয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সম্মিলিতপ্রচেষ্টারমাধ্যমে তাঅর্জন অসম্ভব নয়। বিশেষকরেগ্রামাঞ্চলেমাতৃদুগ্ধ পানেরঅভ্যাসবাড়াতেআমরাবাংলাদেশ সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ কমিউনিটি ক্লিনিককে কার্যকরমাধ্যমহিসেবেব্যবহারকরতেপারি।

সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবারপরিকল্পনা সেবাকেমানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছেদিতেকমবেশি ৬০০০ জনগোষ্ঠীরজন্য একটিকরেকমিউনিটিক্লিনিকপ্রতিষ্ঠাকরেছে। গ্রামেরমানুষ এই বিশালকর্মযজ্ঞেসরাসরিঅংশগ্রহনকরেছে। প্রতিটি কমিউনিটিকিøনিকেরজন্য তারা স্বত:স্ফূর্তভাবেজমিপ্রদানকরেছেন। ফলে এতে প্রতিষ্ঠানটিরসাধারণমানুষেরমালিকানা ও অধিকারবোধপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সরকারপ্রয়োজনীয় লোকবলনিয়োগ ও তাদেরফাউন্ডেশন ট্রেনিংপ্রদানকরেছেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রেএসডিজি (স্থায়ীত্বশীলউন্নয়নলক্ষমাত্রা) অর্জনে কমিউনিটিক্লিনিক গুরুত্বপূর্ণ ভ'মিকাপালনকরছে। প্রত্যন্তঅঞ্চলে এই ধরনের স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠারমূললক্ষ্যছিল – রোগপ্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাপ্রদানযারমূলমাধ্যমহবেকাউন্সেলিং ও স্বাস্থ্য শিক্ষাপ্রদান।

এখন তাহলে মাতৃদুগ্ধ পানেকমিউনিটিক্লিনিকেরভ'মিকাএবংএরঅবকাঠামোনিয়েআলোচনাকরাযাক। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকেরয়েছে ২টি কক্ষ, ১টি টয়লেটএবংপ্রবেশ পথের দু'পাশেবসারব্যবস্থাসহবারান্দা (যেখানে অপেক্ষামান ক্লায়েন্টরাবিশ্রামবাঅপেক্ষাকরতে থাকেন)। অধিকাংশকমিউনিটিক্লিনিকেটিউবওয়েলবানিরাপদ খাবারপানিরব্যবস্থা রয়েছে। সরবরাহকরাহয়েছেপ্রয়োজনীয়যন্ত্রপাতি, শিক্ষা ও কাউন্সেলিংউপকরন। রয়েছেপ্রশিক্ষণপ্রাপ্তকমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারবাসিএইচসিপি। তাছাড়াসপ্তাহে ৩দিন করে স্বাস্থ্য সহকারি ও পরিবারপরিকল্পনাসহকারিকমিউনিটিক্লিনিকে অবস্থানকরে স্বাস্থ্যসেবাপ্রদানকরবেনএব্যাপারেনির্দেশনারয়েছে।

অনেককমিউনিটিক্লিনিকের সাথে বেসরকারিপ্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প.পকর্মীবৃন্দ কাজকরে থাকেন। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যশিক্ষা ও কাউন্সেলিংপ্রদানেরমাধ্যমে আচরনপরিবর্তনে ভূমিকা রেখেআমরাঅনেকসূচকেরইতিবাচকপরিবর্তনআনতেপারি।

মায়ের গর্ভাবস্থা থেকে গর্ভবতী ও তার স্বামী ও পরিবারেরঅন্যান্য সদস্যদেরকাউন্সেলিংপ্রদানেরমাধ্যমে আগত শিশুকে জন্মের সাথে সাথে শালদুধপ্রদানএবংপরবর্তী ৬মাস শুধুমাত্রমায়ের দুধপানেরউপকারিতাসম্পর্কে মানসিকভাবেপ্রস্তুত করা সম্ভব। এলক্ষ্যেকাউন্সেলি্এংরজন্য কমিউনিটিক্লিনিকেরয়েছেআদর্শ জায়গা। গ্রামেরপ্রতিটিশিশুরজন্ম কমিউনিটিক্লিনিকে দক্ষ ধাত্রীরমাধ্যমে করা সম্ভব হলেশিশুজন্মের সাথে সাথে স্বাস্থ্যকর্মী শিশু

Name of the Newspaper:
Daily Ajker Sunamganj
Date of publication:
2 August 2017
Brief on news:
Article on Sustianing Breastfeeding: Role of Community Clinic

জন্মের পরপরই শিশুকে শালদুধ প্রদান এবং মাকেসঠিকভাবে দুধপানকরানোর কৌশলসম্পর্কে অরিয়েন্টেশনপ্রদানকরতেপারবেন।এবংএরফলেমায়ের গর্ভ পরবর্তী কোনোঝুঁকিআছেকিনাতাপর্যবেক্ষন ও চিহ্নিতকরাএবং থাকলেপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপগ্রহনকরতেপারবেন। এবং দরকার হলেমাকেআরোভাল সেবারজন্য উচ্চতরসেবাকেন্দ্রে রেফার করতে পারবেন। শিশুর জন্ম বাড়ীতেহলেকমিউনিটিক্লিনিকসংশ্লিষ্টঅন্যান্য কর্মী যথাশীঘ্র প্রসূতিরবাড়ীপরিদর্শনকরবেনএবংমাও শিশুরপরিস্থিতিপর্যবেক্ষনকরবেন, পাশাপাশিমাকেশিশুযাতেপর্যাপ্তমায়ের দুধপায়তারজন্য মাকেসঠিকভাবেমায়ের দুধপ্রদানের কৌশলশিখিয়ে দিবেন। বিশেষকরে যেসকলমাপ্রথমবারমাহয়েছেনতাদেরজন্য এই তথ্য ও শিখনখুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষিতপ্রসূতিকর্মী এসময়শিশুরপাশাপাশিমায়েরযতœ যে সমান গুরুত্বপূর্ণ তাশিশুরবাবা ও পরিবারেরঅন্যান্য সদস্যদেরভালভাবেবুঝিয়েবলবেন। কমিউনিটিক্লিনিকেপ্রতিদিনঅনেকমাতারশিশুসন্তানকেনিয়েআসেনএবংভীড়েরকারণে সেবা পেতেতাকেঅপেক্ষাকরতে হয়। এসময়টিআমরাসুযোগহিসেবেকাজেলাগাতেপারি, এসময় কোনোপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকবা স্বাস্থ্যকর্মী মাবাশিশুর সাথে আগতপরিবারেরসদস্যদেরকে স্বাস্থ্য, পুষ্টিবাপরিবারপরিকল্পনারউপরপ্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য শিক্ষাপ্রদানকরতেপারেন। তাছাড়া সিএইচসিপি-রল্যাপটপব্যবহারকরেএসংক্রান্তভিডিওপ্রদর্শনকরা যেতেপারে। এরজন্য বারান্দাকে (অপেক্ষা স্থল) ব্যবহারকরাযেতেপারে। আমরাসকলেইজানিআচরনপরিবর্তনেযোগাযোগউপকরনের দারুন গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়াসামান্য উদ্যোগগ্রহনেরমাধ্যমে প্রতিটিক্লিনিকেএকটিকরে ব্রেস্ট ফিডিংকর্ণারপ্রতিষ্ঠাকরা যেতেপারে। এবিষয়েসরকারঅনেক বেসরকারিপ্রতিষ্ঠানেরকাজেরঅভিজ্ঞতাকেকাজেলাগাতেপারে। উপরোক্ত কার্যক্রমগুলোসন্তোষজনকভাবেচালিয়েযাওয়া সম্ভব হলেমাতৃদুগ্ধ পানেরপিছিয়েপড়াসূচককেআবারোএগিয়েনিয়েযাওয়া সম্ভব। পাশাপাশিনি¤œোক্ত ফলাফলপাওয়া যেতেপারে- ১। শিশুকে ৬ মাসপর্যন্তশুধুমাত্রমায়ের দুধপানকরানোরঅভ্যাসবাড়ানো সম্ভব। ২।শিশুর ৬ মাসপূর্ণ হলেসময়মতশিশুকেবাড়তিখাবারের সাথে পরিচিতকরানোএবংবৈচিত্র্যপূর্ণ খাবারপ্রদানেরব্যাপারেসচেতনতাবাড়ানো। ৪। কমিউনিটিক্লিনিকে ব্রেস্ট ফিডিংকর্ণার স্থাপনেরমাধ্যমে সেবাপ্রদান জোরদারকরা। এবংএরমাধ্যমে এসডিজিঅর্জনঅনেকসহজহবেযাএবারেরমাতৃদুগ্ধ সপ্তাহেরপ্রতিপাদ্যের (মাতৃদুগ্ধপান টেকসইকরতে – আসুনঐক্যবদ্ধ হই) সাথে সরাসরিসামঞ্জস্যপূর্ণ।	
www.dailyajkersunamganj.com দৈনিক আজকের সুনামগঞ্জ সত্য ও সুন্দরের পক্ষে **বিশ্বম্ভরপুরে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের র‍্যালী,** আগস্ট ২, ২০১৭ বিশ্বম্ভরপুর অফিস: বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ বিভাগের আয়োজনে মঙ্গলবার উপজেলা সদরে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষে এক বার্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা ডাঃ চৌধুরী জালাল উদ্দিন মোর্শদের সার্বিক তত্বাবধানে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ হারুনুর রশিদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, শিক্ষক প্রতিনিধি, সুশিল সমাজের প্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।	**Name of the Newspaper:** Daily Ajker Sunamganj **Date of publication:** 2 August 2017 **Brief on news:** Rally organized by Uz Nutrition Coordination Committee , Bishwambarpur, Sunamganj as part of ovservance World Breastfeeding Week 2017

দৈনিক সুনামকণ্ঠ
সত্য প্রকাশে দ্বিধাহীন

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ শুরু : মাতৃদুগ্ধ পানে উৎসাহিতকরণ : প্রেক্ষিত কমিউনিটি ক্লিনিকের ভূমিকা – এম হাফিজুল ইসলাম

Catagory : প্রথম পাতা, লিড নিউজ, সব খবর | তারিখ : July, 31, 2017, 11:42 pm

প্রতি বছরের ন্যায় আবারো আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ (১-৭ আগস্ট) ২০১৭। বাংলাদেশ সরকার বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দিবসটি পালন করে থাকে। এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে প্রায়ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাঁর উপস্থিতি স্বাস্থ্যসেবার সাথে জড়িত মানবসম্পদকে লক্ষ্য বাস্তবায়নে দারুণভাবে উজ্জীবিত করে থাকে।

আমরা প্রায় সবাই জানি সুস্থ ও মেধাবী প্রজন্ম গঠনে মাতৃদুগ্ধপানের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু মাতৃদুগ্ধ পানের কাক্সিক্ষত লক্ষ্য অর্জন থেকে আমরা এখনো অনেক দূরে। পরিবর্তনশীল বিশ্বের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও চর্চা লক্ষ্য অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা অর্জন অসম্ভব নয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মাতৃদুগ্ধ পানের অভ্যাস বাড়াতে আমরা বাংলাদেশ সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ কমিউনিটি ক্লিনিককে কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কমবেশি ৬০০০ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছে। গ্রামের মানুষ এই বিশাল কর্মযজ্ঞে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জমি প্রদান করেছেন। ফলে এতে প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ মানুষের মালিকানা ও অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সরকার প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ ও তাদের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং প্রদান করেছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এসডিজি (স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা) অর্জনে কমিউনিটি ক্লিনিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই ধরনের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিলÑ রোগ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান যার মূল মাধ্যম হবে কাউন্সেলিং ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান।

এখন তাহলে মাতৃদুগ্ধ পানে উৎসাহিতকরণ বিষয়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের ভূমিকা এবং এর অবকাঠামো নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে রয়েছে ২টি কক্ষ, ১টি টয়লেট এবং প্রবেশপথের দু'পাশে বসার ব্যবস্থাসহ বারান্দা (যেখানে অপেক্ষমাণ ক্লায়েন্টরা বিশ্রাম বা অপেক্ষা করতে থাকেন)।

Name of the Newspaper:
Daily Sunamkantha
Date of publication:
31 July 2017
Brief on news:
Article on Sustianing Breastfeeding: Role of Community Clinic

অধিকাংশ কমিউনিটি ক্লিনিকে টিউবওয়েল বা নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা রয়েছে। সরবরাহ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, শিক্ষা ও কাউন্সেলিং উপকরণ। রয়েছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার বা সিএইচসিপি। তাছাড়া সপ্তাহে ৩দিন করে স্বাস্থ্য সহকারি ও পরিবার পরিকল্পনা সহকারি কমিউনিটি ক্লিনিকে অবস্থান করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবেন এ ব্যাপারে নির্দেশনা রয়েছে। অনেক কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীবৃন্দ কাজ করে থাকেন। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যশিক্ষা ও কাউন্সেলিং প্রদানের মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তনে ভূমিকা রেখে আমরা অনেক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারি।

মায়ের গর্ভাবস্থা থেকে গর্ভবতী ও তার স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাউন্সেলিং প্রদানের মাধ্যমে আগত শিশুকে জন্মের সাথে সাথে শালদুধ প্রদান এবং পরবর্তী ৬মাস শুধুমাত্র মায়ের দুধপানের উপকারিতা সম্পর্কে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব। এলক্ষ্যে কাউন্সেলিং-এর জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকে রয়েছে আদর্শ জায়গা। গ্রামের প্রতিটি শিশুর জন্ম কমিউনিটি ক্লিনিকে দক্ষ ধাত্রীর মাধ্যমে করা সম্ভব হলে শিশু জন্মের সাথে সাথে স্বাস্থ্যকর্মী শিশু জন্মের পরপরই শিশুকে শালদুধ প্রদান এবং মাকে সঠিকভাবে দুধপান করানোর কৌশল সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করতে পারবেন। এবং এর ফলে মায়ের গর্ভ পরবর্তী কোনো ঝুঁকি আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও চিহ্নিত করা এবং থাকলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন। এবং দরকার হলে মাকে আরো ভাল সেবার জন্য উচ্চতর সেবাকেন্দ্রে রেফার করতে পারবেন।

শিশুর জন্ম বাড়িতে হলে কমিউনিটি ক্লিনিক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মী যথাশীঘ্র প্রসূতির বাড়ি পরিদর্শন করবেন এবং মা ও শিশুর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন, পাশাপাশি মাকে শিশু যাতে পর্যাপ্ত মায়ের দুধ পায় তার জন্য মাকে সঠিকভাবে মায়ের দুধ প্রদানের কৌশল শিখিয়ে দিবেন। বিশেষ করে যেসকল মা প্রথমবার মা হয়েছেন তাদের জন্য এই তথ্য ও শিখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষিত প্রসূতি কর্মী এসময় শিশুর পাশাপাশি মায়ের যতœ যে সমান গুরুত্বপূর্ণ তা শিশুর বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভালভাবে বুঝিয়ে বলবেন।

কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রতিদিন অনেক মা তার শিশু সন্তানকে নিয়ে আসেন এবং ভিড়ের কারণে সেবা পেতে তাকে অপেক্ষা করতে হয়। এসময়টি আমরা সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাতে পারি, এসময় কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক বা স্বাস্থ্যকর্মী মা বা শিশুর সাথে আগত পরিবারের সদস্যদেরকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি বা পরিবার পরিকল্পনার উপর প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রদান করতে পারেন। তাছাড়া সিএইচসিপি-র ল্যাপটপ ব্যবহার করে এ সংক্রান্ত ভিডিও প্রদর্শন করা যেতে পারে। এরজন্য বারান্দাকে (অপেক্ষা স্থল) ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা সকলেই জানি আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ উপকরণের দারুণ গুরুত্ব রয়েছে।

তাছাড়া সামান্য উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিটি ক্লিনিকে একটি করে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এবিষয়ে সরকার অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারে।

উপর্যুক্ত কার্যক্রমগুলো সন্তোষজনকভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলে মাতৃদুগ্ধ পানের পিছিয়ে পড়া সূচককে আবারো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। পাশাপাশি নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যেতে পারে-

* শিশুকে ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধপান করানোর অভ্যাস বাড়ানো সম্ভব।

* শিশুর ৬ মাস পূর্ণ হলে সময়মত শিশুকে বাড়তি খাবারের সাথে পরিচিত করানো এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার প্রদানের ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ানো।

* শিশুকে পুষ্টিসেবা প্রদান এবং শিশুর তীব্র অপুষ্টি, মাঝারি অপুষ্টি চিহ্নিত করা এবং সেবা প্রদানের মাধ্যমে শিশু মৃত্যু ও অসুস্থতা অনেক কমিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব।

* কমিউনিটি ক্লিনিকে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার স্থাপনের মাধ্যমে সেবা প্রদান জোরদার করা।

এর মাধ্যমে এসডিজি অর্জন অনেক সহজ হবে যা এবারের মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের প্রতিপাদ্যের (মাতৃদুগ্ধপান টেকসই করতে – আসুন ঐক্যবদ্ধ হই) সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

[লেখক : টেকনিক্যাল কোর্ডিনেটর- নলেজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড এডভোকেসি, কেয়ার বাংলাদেশ।]

সম্পাদকীয়

মাতৃদুগ্ধের বিকল্প নেই

তারিখ : July, 31, 2017, 11:49 pm

১ আগস্ট থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ। এ উপলক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৭০টি দেশে নেয়া হয়েছে নানা কর্মসূচি। এবারের প্রতিপাদ্য হলÑ মাতৃদুগ্ধপান টেকসই করতে – আসুন ঐক্যবদ্ধ হই।

আমরা জানি, মায়ের দুধ নবজাতকের জন্য আদর্শ পুষ্টিকর খাবার। এতে সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ অনেক কমে যায়। মাতৃদুগ্ধ পানকারী শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ ঘটে পরিপূর্ণভাবে। মায়েদের স্তন ও ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। মাতৃদুগ্ধ পানের মধ্যদিয়ে সন্তান ও মায়ের মধ্যে তৈরি হয় এক অবিচ্ছেদ্য স¤পর্ক।

জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো হলে নবজাতক মৃত্যুর হার ২২ শতাংশ কমানো সম্ভব। শুধু মায়ের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে বছরে ৩৭ হাজার নবজাতকের জীবন রক্ষা পাবে। মাত্র ৪৩ শতাংশ নবজাতক জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ পায়।

মায়ের দুধের খাদ্য উপাদানে বিশেষ ফ্যাটি এসিড আছে, যা শিশুর বুদ্ধিমত্তা ও চোখের জ্যোতি বাড়ায়। মায়ের দুধে প্রায় ১০০ উপাদান রয়েছে, যার প্রতিটি উপাদানই শিশুর জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

মায়ের দুধে ৮৬ ক্যালরি শক্তি বেশি অছে। সন্তান জন্মদানের পর হলুদাভ ঘন যে দুধ বের হয়, একে শালদুধ বা কোলাস্ট্রাম বলে। পরিমাণ কম হলেও এটি নবজাতকের জন্য যথেষ্ট। শালদুধে অনেক বেশি রোগ প্রতিরোধক উপাদান ও শ্বেতকণিকা থাকে। এ উপাদান শিশুকে বিভিন্ন রোগ-জীবাণু থেকে রক্ষা করে। এ দুধ শিশুর অপরিণত অন্ত্রকে পরিপক্ক করে। শালদুধ শিশুর পেটের প্রথম কালো পায়খানা বা মিকোনিয়াম বের করে দিতে সাহায্য করে। মিকোনিয়াম পেটে বেশি থাকলে নবজাতকের জন্ডিস হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মায়ের দুধ খাওয়ানো অবশ্যই একটি অপরিহার্য জরুরি উদ্যোগ।

জন্মের পর পর শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালে মায়ের জরায়ু খুব দ্রুত সেরে ওঠে এবং মায়ের মৃত্যুঝুঁকিও কমে যায়। শিশুর পরিপূর্ণ শারীরিক বৃদ্ধি ও সুস্থ থাকার জন্য মাতৃদুগ্ধের বিকল্প নেই। মা ও শিশুর সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়ার স্বার্থে বুকের দুধ পানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

Name of the Newspaper:
Daily Sunamkantha
Date of publication:
31 July, 2017
Brief on news:
Editorial on World Breasfeeding week 2017 , Title is “**Breastfeeding: There is no Alternative**”

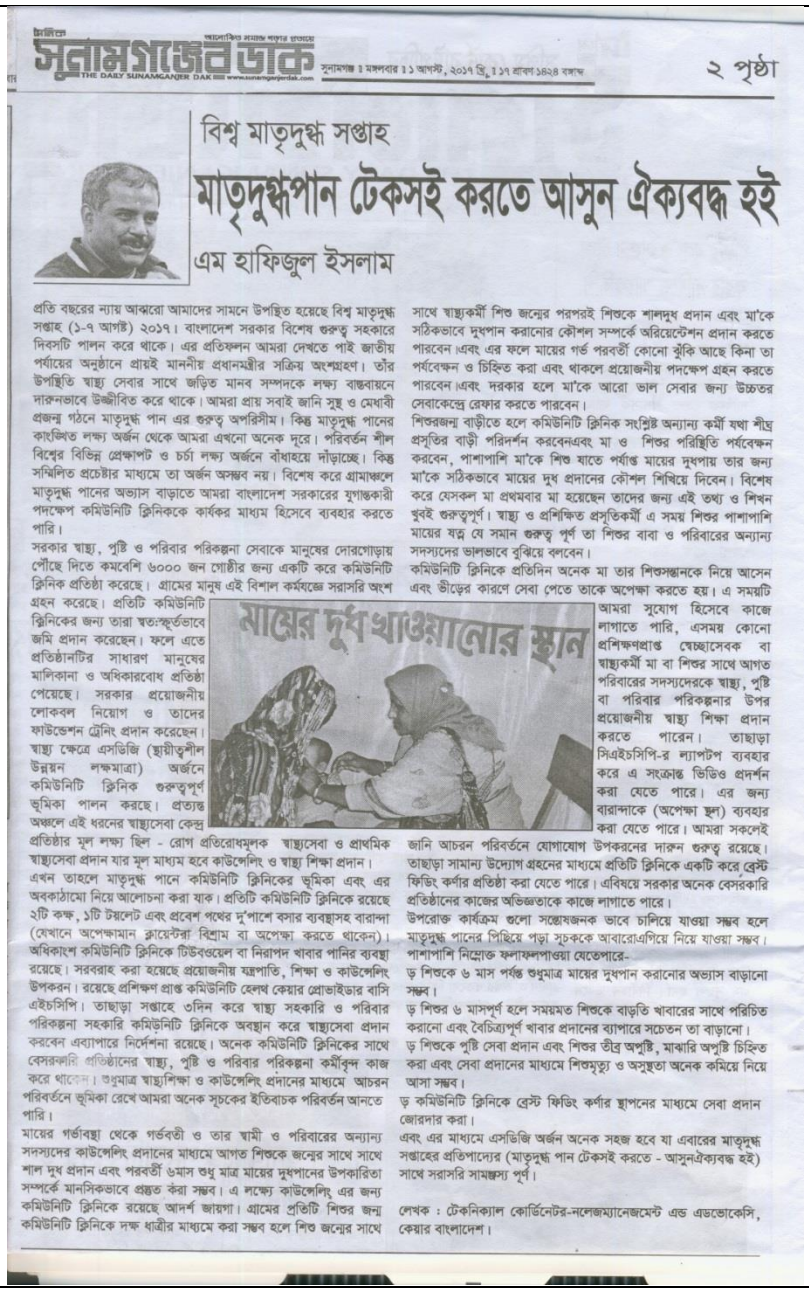

সুনামগঞ্জের ডাক
THE DAILY SUNAMGANJER DAK
সুনামগঞ্জ ॥ মঙ্গলবার ॥ ১ আগস্ট, ২০১৭ খ্রি. ॥ ১৭ শ্রাবণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২ পৃষ্ঠা

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ

মাতৃদুগ্ধপান টেকসই করতে আসুন ঐক্যবদ্ধ হই

এম হাফিজুল ইসলাম

প্রতি বছরের ন্যায় আঙ্গরো আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ (১-৭ আগষ্ট) ২০১৭। বাংলাদেশ সরকার বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দিবসটি পালন করে থাকে। এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে প্রায়ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাঁর উপস্থিতি স্বাস্থ্য সেবার সাথে জড়িত মানব সম্পদকে লক্ষ্য বাস্তবায়নে দারুনভাবে উজ্জীবিত করে থাকে। আমরা প্রায় সবাই জানি সুস্থ ও মেধাবী প্রজন্ম গঠনে মাতৃদুগ্ধ পান এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু মাতৃদুগ্ধ পানের কাংক্ষিত লক্ষ্য অর্জন থেকে আমরা এখনো অনেক দূরে। পরিবর্তন শীল বিশ্বের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও চর্চা লক্ষ্য অর্জনে বাঁধাহয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা অর্জন অসম্ভব নয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মাতৃদুগ্ধ পানের অভ্যাস বাড়াতে আমরা বাংলাদেশ সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ কমিউনিটি ক্লিনিককে কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কমবেশি ৬০০০ জন গোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছে। গ্রামের মানুষ এই বিশাল কর্মযজ্ঞে সরাসরি অংশ গ্রহন করেছে। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জমি প্রদান করেছেন। ফলে এতে প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ মানুষের মালিকানা ও অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সরকার প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ ও তাদের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং প্রদান করেছেন। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এসডিজি (স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষমাত্রা) অর্জনে কমিউনিটি ক্লিনিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই ধরনের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল - রোগ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান যার মূল মাধ্যম হবে কাউন্সেলিং ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান।

এখন তাহলে মাতৃদুগ্ধ পানে কমিউনিটি ক্লিনিকের ভূমিকা এবং এর অবকাঠামো নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে রয়েছে ২টি কক্ষ, ১টি টয়লেট এবং প্রবেশ পথের দু'পাশে বসার ব্যবস্থাসহ বারান্দা (যেখানে অপেক্ষমান ক্লায়েন্টরা বিশ্রাম বা অপেক্ষা করতে থাকেন)। অধিকাংশ কমিউনিটি ক্লিনিকে টিউবওয়েল বা নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা রয়েছে। সরবরাহ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, শিক্ষা ও কাউন্সেলিং উপকরন। রয়েছে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার বাসি এইচসিপি। তাছাড়া সপ্তাহে ৩দিন করে স্বাস্থ্য সহকারি ও পরিবার পরিকল্পনা সহকারি কমিউনিটি ক্লিনিকে অবস্থান করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবেন এব্যাপারে নির্দেশনা রয়েছে। অনেক কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীবৃন্দ কাজ করে থাকেন। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যশিক্ষা ও কাউন্সেলিং প্রদানের মাধ্যমে আচরন পরিবর্তনে ভূমিকা রেখে আমরা অনেক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারি।

মায়ের গর্ভাবস্থা থেকে গর্ভবতী ও তার স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাউন্সেলিং প্রদানের মাধ্যমে আগত শিশুকে জন্মের সাথে সাথে শাল দুধ প্রদান এবং পরবর্তী ৬মাস শুধু মাত্র মায়ের দুধপানের উপকারিতা সম্পর্কে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে কাউন্সেলিং এর জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকে রয়েছে আদর্শ জায়গা। গ্রামের প্রতিটি শিশুর জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকে দক্ষ ধাত্রীর মাধ্যমে করা সম্ভব হলে শিশু জন্মের সাথে সাথে স্বাস্থ্যকর্মী শিশু জন্মের পরপরই শিশুকে শালদুধ প্রদান এবং মা'কে সঠিকভাবে দুধপান করানোর কৌশল সম্পর্কে অরিয়েন্টেশন প্রদান করতে পারবেন।এবং এর ফলে মায়ের গর্ভ পরবর্তী কোনো ঝুঁকি আছে কিনা তা পর্যবেক্ষন ও চিহ্নিত করা এবং থাকলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারবেন।এবং দরকার হলে মা'কে আরো ভাল সেবার জন্য উচ্চতর সেবাকেন্দ্রে রেফার করতে পারবেন।

শিশুরজন্ম বাড়ীতে হলে কমিউনিটি ক্লিনিক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মী যথা শীঘ্র প্রসূতির বাড়ী পরিদর্শন করবেনএবং মা ও শিশুর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করবেন, পাশাপাশি মা'কে শিশু যাতে পর্যাপ্ত মায়ের দুধপায় তার জন্য মা'কে সঠিকভাবে মায়ের দুধ প্রদানের কৌশল শিখিয়ে দিবেন। বিশেষ করে যেসকল মা প্রথমবার মা হয়েছেন তাদের জন্য এই তথ্য ও শিখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষিত প্রসূতিকর্মী এ সময় শিশুর পাশাপাশি মায়ের যত্ন যে সমান গুরুত্ব পূর্ণ তা শিশুর বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভালভাবে বুঝিয়ে বলবেন।

কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রতিদিন অনেক মা তার শিশুসন্তানকে নিয়ে আসেন এবং ভীড়ের কারণে সেবা পেতে তাকে অপেক্ষা করতে হয়। এ সময়টি আমরা সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাতে পারি, এসময় কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক বা স্বাস্থ্যকর্মী মা বা শিশুর সাথে আগত পরিবারের সদস্যদেরকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি বা পরিবার পরিকল্পনার উপর প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করতে পারেন। তাছাড়া সিএইচসিপি-র ল্যাপটপ ব্যবহার করে এ সংক্রান্ত ভিডিও প্রদর্শন করা যেতে পারে। এর জন্য বারান্দাকে (অপেক্ষা ঘর) ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা সকলেই জানি আচরন পরিবর্তনে যোগাযোগ উপকরনের দারুন গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়া সামান্য উদ্যোগ গ্রহনের মাধ্যমে প্রতিটি ক্লিনিকে একটি করে ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এবিষয়ে সরকার অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারে।

উপরোক্ত কার্যক্রম গুলো সন্তোষজনক ভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলে মাতৃদুগ্ধ পানের পিছিয়ে পড়া সুচককে আবারোএগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। পাশাপাশি নিম্নোক্ত ফলাফলপাওয়া যেতেপারে-

ড় শিশুকে ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধপান করানোর অভ্যাস বাড়ানো সম্ভব।

ড় শিশুর ৬ মাসপূর্ণ হলে সময়মত শিশুকে বাড়তি খাবারের সাথে পরিচিত করানো এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার প্রদানের ব্যাপারে সচেতন তা বাড়ানো।

ড় শিশুকে পুষ্টি সেবা প্রদান এবং শিশুর তীব্র অপুষ্টি, মাঝারি অপুষ্টি চিহ্নিত করা এবং সেবা প্রদানের মাধ্যমে শিশুমৃত্যু ও অসুস্থতা অনেক কমিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব।

ড় কমিউনিটি ক্লিনিকে ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার স্থাপনের মাধ্যমে সেবা প্রদান জোরদার করা।

এবং এর মাধ্যমে এসডিজি অর্জন অনেক সহজ হবে যা এবারের মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের প্রতিপাদ্যের (মাতৃদুগ্ধ পান টেকসই করতে - আসুনঐক্যবদ্ধ হই) সাথে সরাসরি সামঞ্জস্য পূর্ণ।

লেখক : টেকনিক্যাল কোর্ডিনেটর-নলেজম্যানেজমেন্ট এন্ড এডভোকেসি, কেয়ার বাংলাদেশ।

Name of the Newspaper:
Daily Ajker Sunamganj
Date of publication:
6 August 2015
Brief on news:
Article on Sustianing Breastfeeding: Role of Community Clinic

মাতৃদুগ্ধপান টেকসই করতে আসুন ঐক্যবদ্ধ হই ঃ কমিউনিটি ক্লিনিকের ভূমিকা

এম হাফিজুল ইসলাম
টেকনিক্যাল কোর্ডিনেটর- নলেজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড এডভোকেসি
কেয়ার বাংলাদেশ

প্রতি বছরের ন্যায় আঁবারো আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ (১-৭ আগষ্ট) ২০১৭। বাংলাদেশ সরকার বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দিবসটি পালন করে থাকে। এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে প্রায়ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় অংশগ্রহন। উনার উপস্থিতি স্বাস্থ্যসেবার সাথে জড়িত মানবসম্পদকে লক্ষ্য বাস্তবায়নে দারুনভাবে উজ্জীবিত করে থাকে। আমরা প্রায় সবাই জানি সুস্থ্য ও মেধাবী প্রজন্ম গঠনে মাতৃদুগ্ধপান এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু মাতৃদুগ্ধ পানের কাংঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন থেকে আমরা এখনো অনেক দূরে। পরিবর্তনশীল বিশ্বের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও চর্চা লক্ষ্য অর্জনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা অর্জন অসম্ভব নয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মাতৃদুগ্ধ পানের অভ্যাস বাড়াতে আমরা বাংলাদেশ সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ কমিউনিটি ক্লিনিককে কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কমবেশি ৬০০০ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছে। গ্রামের মানুষ এই বিশাল কর্মযজ্ঞে সরাসরি অংশগ্রহন করেছে। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য তারা স্বত:স্ফূর্তভাবে জমি প্রদান করেছেন। ফলে এতে প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ মানুষের মালিকানা ও অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সরকার প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ ও তাদের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং প্রদান করেছেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এসডিজি (স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষমাত্রা) অর্জনে কমিউনিটি ক্লিনিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই ধরনের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল - রোগ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান যার মূল মাধ্যম হবে কাউন্সেলিং ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান।

এখন তাহলে মাতৃদুগ্ধ পানে কমিউনিটি ক্লিনিকের ভূমিকা এবং এর অবকাঠামো নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে রয়েছে ২টি কক্ষ, ১টি টয়লেট এবং প্রবেশ পথের দু'পাশে বসার ব্যবস্থাসহ বারান্দা (যেখানে অপেক্ষামান ক্লায়েন্টরা বিশ্রাম বা অপেক্ষা করতে থাকেন)। অধিকাংশ কমিউনিটি ক্লিনিকে টিউবওয়েল বা নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা রয়েছে। সরবরাহ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, শিক্ষা ও কাউন্সেলিং উপকরন। রয়েছে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার বা সিএইচসিপি। তাছাড়া সপ্তাহে ৩দিন করে স্বাস্থ্য সহকারি ও পরিবার পরিকল্পনা সহকারি কমিউনিটি ক্লিনিকে অবস্থান করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবেন এব্যাপারে নির্দেশনা রয়েছে। অনেক কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প.প কর্মীবৃন্দ কাজ করে থাকেন। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যশিক্ষা ও কাউন্সেলিং প্রদানের মাধ্যমে আচরন পরিবর্তনে ভূমিকা রেখে আমরা অনেক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারি।

মায়ের গর্ভাবস্থা থেকে গর্ভবতী ও তার স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাউন্সেলিং প্রদানের মাধ্যমে আগত শিশুকে জন্মের সাথে সাথে শালদুধ প্রদান এবং পরবর্তী ৬মাস শুধুমাত্র মায়ের দুধপানের উপকারিতা সম্পর্কে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব। এলক্ষ্যে কাউন্সেলিং এর জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকে রয়েছে আদর্শ জায়গা। গ্রামের প্রতিটি শিশুর জন্ম কমিউনিটি ক্লিনিকে দক্ষ ধাত্রীর মাধ্যমে করা সম্ভব হলে শিশু জন্মের সাথে সাথে স্বাস্থ্যকর্মী শিশু জন্মের পরপরই শিশুকে শালদুধ প্রদান এবং মাকে সঠিকভাবে দুধপান করানোর কৌশল সম্পর্কে অরিয়েন্টেশন প্রদান করতে পারবেন। এবং এর ফলে মায়ের গর্ভ পরবর্তী কোনো ঝুঁকি আছে কিনা তা পর্যবেক্ষন ও চিহ্নিত করা এবং থাকলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারবেন। এবং দরকার 'হলে মাকে আরো ভাল সেবার জন্য উচ্চতর সেবাকেন্দ্রে রেফার করতে পারবেন।

Name of the Newspaper: Souvenir 2017 on World Breastfeeding Week

Published by : Ministry of Health and Family Welfare and Bangladesh Breastfeeding Foundation

Article written by M Hafijul Islam, Technical Coordinator-Knowledge Management and Advocacy, Nutrition at the Center Project

Title of the Article: **Sustaining Breastfeeding: Role of Community Clinic**

BANGLADESH BREASTFEEDING FOUNDATION **বাংলাদেশ ব্রেস্টফিডিং ফাউন্ডেশন** Protection, Promotion and Support of Breastfeeding Ref: 0515/ BBF/Admin/17 Date: 03/08/2017 To Mohammad Hafijul Islam Technical Coordinator CARE Bangladesh Subject: Appreciation for the support on World Breastfeeding Week, 2017. On behalf of Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW), Directorate of Health Services (DGHS), Directorate of Family Planning (DGFP), Institute of Public Health (IPHN) and Bangladesh Breastfeeding Foundation (BBF), we wholeheartedly appreciate you for jointly organizing the World Breastfeeding Week'2017 on 1 August, 2017 in the Osmani Shriti Milonayatan in Dhaka inaugurated by Mohammad Nasim MP, the Honorable Minister for Ministry of Health and Family Welfare of the People's Republic of Bangladesh. We would like to express our sincere gratitude to you for your contribution in souvenir and to make the event successful and build the momentum of the Infant and Young Child Feeding (IYCF) activities in joint efforts considering this year's theme- "**Sustaining Breastfeeding-TOGETHER**" translated as 'মাতৃদুগ্ধপান টেকসই করতে আসুন একসাথে হই' to achieve SDGs. We look forward to your continued active support and participation in IYCF activities in Bangladesh. Thank you very much for your continued cooperation. Yours' Sincerely, Prof. Dr. S. K. Roy MBBS, MSc, Dip in biotech, PhD, FRCP Senior Scientist & Chairperson, Board of Trustees Bangladesh Breastfeeding Foundation (BBF) **Institute of Public Health (IPH)**, Room # 197-200 (Ground Floor), Mohakhali, Dhaka-1213, Bangladesh, Phone: 880-2-9860801, 8831134 Mobile: 01943-220587, Fax: 880-2-9860801, E-mail: skroy1950@gmail.com, info@bbf-bangladesh.org, Website: www.bbf-bangladesh.org আইপিএইচ, রুম # ১৯৭-২০০ (নীচতলা), মহাখালী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ। ফোন: ৮৮০-২-৯৮৬০৮০১, ৮৮৩১১৩৪; মোবাইল: ০১৯৪৩-২২০৫৮৭	Appreciation letter by Bangladesh Breastfeeding Foundation

List of Print media

National

- **The Daily Star (English)**
- **The Daily Prothom Alo**
- **The Daily Kaler Kantha**
- **The Daily Jugantor**
- **The Daily Vhorer Kagoj**
- **The Daily Samakal**
- **The Daily Tribunal (English)**
- **The Daily Amader Somoy**
- **The Daily ManobKantha**
- **Weekly Saptahik**
- **Weekly Annanya**

Divisional

- **The Daily Sylheter Dak**
- **The Daily Sabuj Sylhet**
- **The Daily Jalalabad**

District Level

- **The Daily Sunamkantha**
- **The Daily Sunamganjer Dak**
- **The Daily Sunamganj Protidin**
- **The Daily Sunamganjer Khobor**
- **The Daily Sunamganjer Somoy**

Online

- **BanglanewsUSA**
- **The Daily Ajker Sunamganj**

Souvenir : World Breastfeeding week 2017 (Health services division, Ministry of Health and Family Planning)

Collection by:

Suman, Probir, Anis, Isteakh, Gauranga, Hasan, Al Amin and Hafijul

Editing and Compilation:

Mohammad Hafijul Islam, TC – Knowledge Management and Advocacy, Nutrition at the Center Project

Special Contribution by: Nazneen Rahman, STM and Sheikh Shahed Rahman-NNC